وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

"কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যেই মানুষের উপর আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্জ সম্পাদন।"– আল-কোরআন (৩ঃ৯৭)

হাজ্জু বাইতিল্লাহ্ যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দু'আ-কালাম ও দরূদ-সালাম

কুতুবুল এরশাদ, মুজাদ্দেদে জামান, মোহাম্মদীয়া তরীকার ইমাম
আলহাজ্জ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান এম.এ. (রাঃ)
পীরে কামেল-মোকাম্মেল, অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল
(পীর সাহেব ভোলা) এর খলিফা

আলহাজ্জ মাওলানা নুর মোহাম্মদ
এম.এম., বি.এ. (অনার্স), এম.এ. কর্তৃক প্রণীত

নুর মঞ্জিল
খানকা শরীফ রোড, হাবিব নগর
কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।
ISBN : 978-984-34-0703-4

প্রকাশিকা ঃ
আলহাজ্জা রওশন-আরা আঁখি
নুর মঞ্জিল
হাবিব নগর, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
প্রকাশিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগস্ট, ২০১১ ইংরেজী

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
আগস্ট, ২০১৪ ইংরেজী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
মে, ২০১৫ ইংরেজী

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
জুলাই ০৩, ২০১৬ ইংরেজী

পঞ্চম সংস্করণ ঃ
ডিসেম্বর ০১, ২০১৭ ইংরেজী

হাদিয়া ঃ ৮০/- (আশি) টাকা

কম্পোজ ঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল (মিন্টু)

মুদ্রণে ঃ **জে এন্ড জে প্রিন্টার্স**
৯৮, আরামবাগ
রতন মেটাল ভবন (নীচ তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

প্রাপ্তি স্থান

১। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
ডাকঘর- হাবিব নগর
কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

২। নুর মঞ্জিল
বাড়ী নং- ০৯, লেন-০৩
খানকা শরীফ প্রধান সড়ক
হাবিব নগর, কদমতলী
ঢাকা-১৩৬২।
ফোন- ৭৫৪৭৯৯৩
০১৭১৮-৫৫৬৫০০

৩। দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ
এস,ই,এল সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরউজ্জামান
সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা।

৪। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
গ্রাম- খালকুলিয়া
ডাকঘর- দৈবজ্ঞহাটি, বাগেরহাট।

৫। মেসার্স চাঁদপুর স্টোর
বায়তুল আমান মসজিদ
(পূর্ব গেট সংলগ্ন)
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

৬। বায়তুল মোকাররম লাইব্রেরীসমূহ
আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

উৎসর্গ

সাইয়্যেদুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালীন, সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, শাফিউল মুজনেবিন, নূরের নবী, মায়ার নবী, উম্মতের কান্ডারী, আকায়ে নামদার, তাজিদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহ্মাদে মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আজওয়াযিহি ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বায়িতিহী ওয়া আহলে তোয়াতিহী আজমাইন ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসিরান কাসিরা,

ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদে জামান কুতুবুল আকতাব **হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ)** সাহেবের খলিফাদ্বয়–

আমার মুর্শিদ যুগ শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল মোকাম্মেল, কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মোজাদ্দেদে জামান, মুহ্ইয়ে সুন্নাত, আমিরুশ্ শরীয়ত-ওয়াত্তরীকত, মুহাম্মদীয়া তরীকার ইমাম, অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান এম,এ, বি, টি (রাঃ) সাহেব এবং

আমার মুর্শিদ ওলীয়ে কামেল মোকাম্মেল হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মোঃ আব্দুল লতিফ (রহঃ) সাহেব এদের স্মরণে উৎসর্গ করা হলো।

নিবেদন

আমার মুর্শিদ গদ্দিনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃআঃ) এর রফে দারাজাত, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বার বিদেহী আত্মার শান্তি, শ্রদ্ধেয়া আম্মা, শ্রদ্ধেয় শশুর-শাশুড়ী, পরিবার-পরিজন, পীর ভাই ও পীর বোন, বন্ধু-বান্ধব, আমাদের মুরব্বিয়ান, বংশধরগণ ও হজ্জের সাথী ভাই-বোনগণ এবং বিশেষভাবে এ কিতাব লেখা, প্রকাশ ও প্রচারে যাদের সার্বিক সহযোগিতা ও সহানুভুতি লাভে আমি ধন্য হয়েছি, তাদের ও তাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি সকলের মাগফেরাত কামনায় নিবেদিত।

উল্লেখ্য, "হাজ্জু বাইতিল্লাহ্-যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" গ্রন্থটি পূর্বে বর্ধিত কলেবরে ছাপা হয়েছে। পাঠকদের অনুরোধে, সফরে, তাওয়াফ ও সাঈ'র সময় সঙ্গে রাখা ও পাঠ করার সুবিধার কথা ভেবে গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত আকারে শুধুমাত্র হজ্জের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়, দু'আ-কালাম ও দরূদ-সালাম একত্রিত করে পুনরায় ছোট কলেবরে ছাপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আশা করি, আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আশেক হাজী ভাই-বোনদের মনের ক্ষুধা নিবারনে সহায়ক হবে ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন ॥

বিনীত – নুর মোহাম্মাদ

সূচিপত্র

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
পবিত্র হজ্জ	৯	মদীনা মুনাওয়ারা	৫৩
পবিত্র উমরাহ্	১১	রওযা শরীফে সালাম পেশের নিয়ম	৫৬
হজ্জ ও উমরাহ্র হাকীকত	১২	ফিরিশতাদের খিদমতে সালাম	৫৯
হজ্জের প্রকারভেদ	১২	জান্নাতুল বাকী যিয়ারত	৫৯
পবিত্র উমরাহ্ পালন	১২	জান্নাতুল বাকীর নকশা	৬১
ইহ্রাম বাঁধা, তালবীয়া ও অন্যান্য	১৩	শোহাদায়ে উহুদ্দের যিয়ারত	৬২
হজ্জ ও উমরাহ্র জন্য গৃহ হতে নির্গমন	১৬	কবর যিয়ারত	৬২
তাওয়াফ	২১	জানাযার নামায	৬৫
সাফা-মারওয়া সাঈ	২৬	রিয়াযুল জান্নাতে রহমতের স্তম্ভসমূহ	৬৯
সাফা-মারওয়ার নক্শা	২৬	আল-মদীনার মসজিদসমূহ	৭০
মাথা মুন্ডান	৩১	আল-মদীনার কূপ সমূহ	৭০
পবিত্র হজ্জ পালন	৩২	মদীনা শরীফে দু'আ কবুল ও যিয়ারতের স্থান	৭১
তামাত্তু হজ্জের কার্যক্রম	৩৪	মদীনা শরীফ থেকে বিদায়ের দু'আ	৭২
ইফরাদ হজ্জের কার্যক্রম	৩৯	হজ্জ হতে দেশে প্রত্যাবর্তন	৭৩
কিরান হজ্জের কার্যক্রম	৪০	স্বার্থক সফর	৭৪
বদলী হজ্জ	৪২	হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৭৫
এক নজরে হজ্জ-উমরাহ্	৪৩	স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত	৭৬
জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়	৪৬	মকবুল হজ্জ	৭৮
পবিত্র কা'বা ও মসজিদে নববীর বিশেষ স্থান চিহ্নিত নক্শা	৪৭	হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ–মুবরক হস্তলিপি	৮০
বিশেষ নির্দেশিকা	৪৮	দিন ও রাতের সুন্নাত আমল	৮১
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা	৪৯	রাতের আমল	৮৫
মক্কা শরীফ যিয়ারতের স্থান	৫০	ফজর ও মাগরিব নামায বাদ পড়ার অজিফা (মোহাম্মদীয়া তরীকা)	৮৬
মক্কা শরীফ দু'আ কবুলের স্থান	৫১	আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর বাণী ও মুনাজাত	৯১
মক্কা শরীফে করণীয় আমল	৫১	মহা প্রস্থান-গজল	৯৫
বিভিন্ন নামায	৫১	আমার মুর্শিদ কিবলার রচিত গ্রন্থাবলী	৯৫

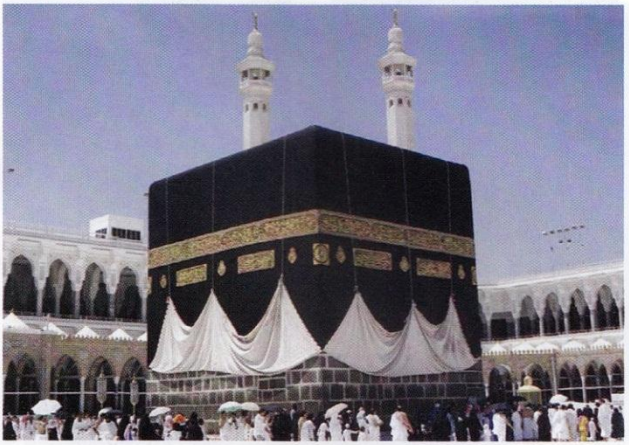

কা'বা শরীফ

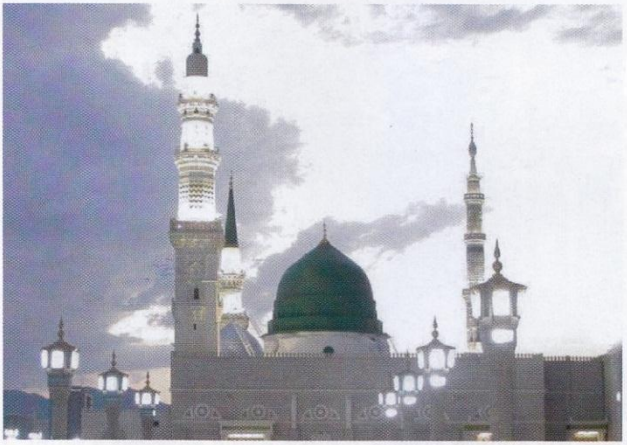

মসজিদে নববী

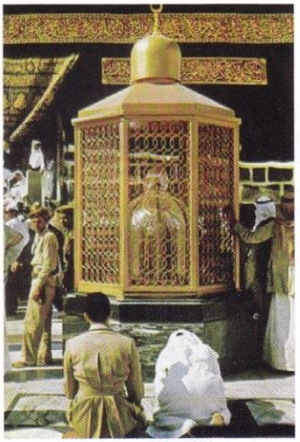

মাকামে ইব্রাহীম

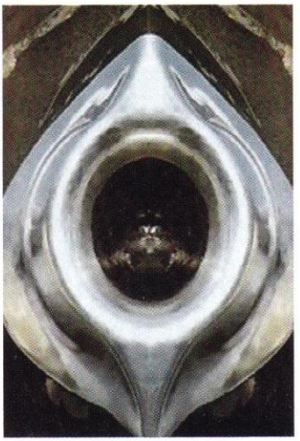

হাজরে আস্ওয়াদ

রিয়াজুল জান্নাত বা বেহেস্তের বাগান এর মধ্যে
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিহ্রাব

রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বর

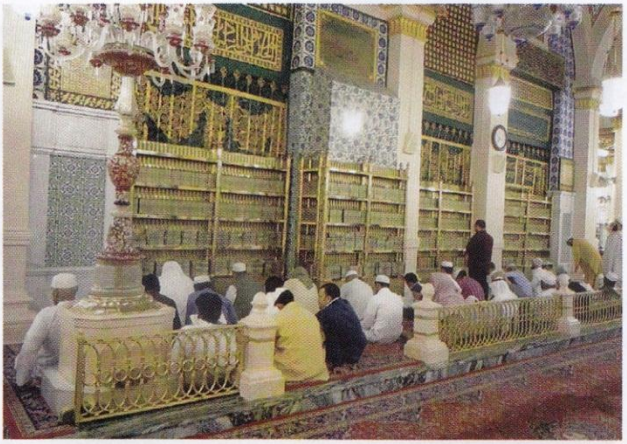

মিহ্রাবে তাহাজ্জুদ– এখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা মুবারকের পশ্চিম দেয়ালে বরকতময় স্তম্ভ দৃশ্যমান।

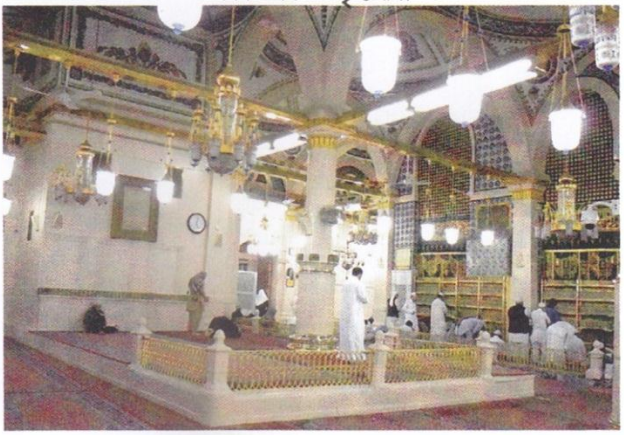

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেহমান আসহাবে সুফ্ফা (রাঃ)-গণের বসবাসের স্থান।

পবিত্র হজ্জ

পবিত্র হজ্জ ঃ

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মীনায় অবস্থান, আরাফাত ময়দানে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, মক্কা মুকার্‌রমার কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো, জামরায় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা প্রভৃতি কার্য যেভাবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করেছেন ও পালন করেছেন, সেভাবে পালন ও সম্পাদন করাকেই হজ্জ বলে।

কুরআন শরীফের আলোকে হজ্জ ঃ

আল্লাহ তা'আলা কা'বা শরীফকে নিজের ঘর বলে অভিহিত করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন–

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

"তোমরা দু'জনে পবিত্র কর **'আমার ঘর'**কে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে।"– কুরআন (২ঃ১২৫)

পবিত্র হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"যার পথ খরচের সম্বল আছে তার জন্যই আল্লাহর এ ঘরে হজ্জ সম্পাদন করা ফরয। বস্তুতঃ যারা এ নির্দেশ পালনে অস্বীকার করবে (তাদের জেনে রাখা উচিত যে) নিশ্চিয়ই আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টি জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।"- (কুরআন ৩ঃ৯৭)

হাদীস শরীফের আলোকে পবিত্র হজ্জ ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ﴿رض﴾ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا۔ ﴿رواه مسلم﴾

"হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা অবশ্যই হজ্জ পালন করবে।"– মুসলিম শরীফ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿رضى﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ ﴿بخارى و مسلم﴾

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "এক উমরাহ্ অপর উমরাহ্ পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফ্ফারাস্বরূপ এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন কিছুই নয়।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿رضى﴾ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهٗ ﴿بخارى و مسلم﴾

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যাক্তি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে এবং এতে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কাজ করেনি সে হজ্জ হতে ফিরবে সে দিনের ন্যায়; যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত হাসান বস্রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– মক্কা মোকার্রমায় একদিন রোযা রাখা এক লাখ রোযা রাখার সমান। এক দিরহাম দান করা এক লাখ দিরহাম দান করার সমান। এমনিভাবে প্রত্যেক পুণ্য কাজ এক লাখ পুণ্য কাজের সমান। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, **"আল্লাহ্র এ ঘরকে তুলে নেয়ার পূর্বে যত বেশী পারো এর তাওয়াফ করে নাও।"** হাদীসে শরীফে আরও বর্ণিত আছে, "তাওয়াফের সাত চক্করের একটি চক্কর এক উমরাহ্র সমতুল্য এবং তিনটি উমরাহ্ এক হজ্জের সমতুল্য।" –এহ্ইয়াউল উলুম

পবিত্র উমরাহ্

পবিত্র উমরাহ্ ঃ

'মীকাত' (হজ্জ ও উমরাহ্র ইহ্রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) অথবা 'হিল্ল' (হারাম সীমানার বাইরে ও মীকাতের অভ্যন্তরের স্থান) হতে ইহ্রাম বেঁধে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া দৌড়ায়ে মাথা মুন্ডন করে বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যাওয়াকে উমরাহ্ বলে ।

আল-কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা সকলে হজ্জ এবং উমরাহ্ সম্পাদন করো" ।– (কুরআন ২ঃ১৯৬)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ ﴿رواه ابن ماجة﴾

"হজ্জ ও উমরাহ্ পালনকারীগণ আল্লাহ্র মেহমান। তারা যদি আল্লাহ্র নিকট কোন প্রার্থনা করেন, তিনি (আল্লাহ্) তা কবুল করে থাকেন এবং যদি পাপ হতে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তবে তাদের পাপ ক্ষমা করেন।" –ইবনে মাজাহ্ শরীফ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿رض﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ﴿رواه الشيخان وفي رواية لمسلم﴾ حَجَّةً مَعِيْ

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "রমযান মাসে উমরাহ্ পালন করা সওয়াবের দিক দিয়ে এক হজ্জের সমান। (শায়খান) মসুলিম শরীফে একটি রেওয়াতে আছে যে, "ঐ হজ্জের সমান যা আমার (রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) সাথে পালন করা হয়েছে।"

হজ্জ ও উমরাহ্র হাকীকত

হজ্জের সফর হলো পরকালের যাত্রার নমুনাস্বরূপ। মাইয়েত্যের গোসল, সাদা কাফন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ বর্জন ইত্যাদি; হজ্জ যাত্রীর ইহ্রামের গোসল, কাপড় পরিধান ও সকল কিছু ছেড়ে যাওয়া ইত্যাদি মৃত্যুরই সমতুল্য। সব কিছু ছেড়ে পরম বন্ধুর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বান্দা হাজির হয় আল্লাহ্র বাড়ীতে, তাঁরই নিকটে, এটা ইশকে ইলাহীর অনুপম দৃশ্য। প্রেমিকগণ আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বতে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ও রওযা শরীফ যিয়ারাত করে। প্রকৃত হাজী জাহেরী চর্ম চক্ষু দ্বারা যখন আল্লাহর ঘর অবলোকন করে তখন তার বাতেনী কলবের চক্ষু গৃহস্বামীর অপরিসীম রূপদর্শণে বিভোর হয়। আর সে রওযা শরীফে সালাম পেশ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত লাভে ধন্য হয়। এটাই হলো হজ্জের ও উমরাহ্র অন্যতম উদ্দেশ্য ও হাকীকত।

পবিত্র উমরাহ্ পালন

উমরাহ্র ফরয ও ওয়াজিবসমূহ ঃ

১। উমরাহ্র ইহ্রাম বাঁধা	- ফরয
২। বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা	- ফরয
৩। সাফা-মারওয়া সাঈ করা	- ওয়াজিব
৪। মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা	- ওয়াজিব

বাংলাদেশী হজ্জ ও উমরাহ্কারীর জন্য মীকাত ঃ

১। ইয়ালামলাম পাহাড় ঃ ইয়ামনবাসী এবং বাংলাদেশ, পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা প্রাচ্য থেকে আকাশ বা সাগর পথে আগত যাত্রীদের জন্যে মীকাত।

২। যুল হুলায়ফা বা বীরে আলী ঃ মদীনাবাসী ও মদীনা মুনাওয়ারার পথে আগত যাত্রীদের জন্যে মীকাত।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শরীফে এ মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। (হিদায়া ঃ কিতাবুল হাজ্জ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাদেশ থেকে যে সকল হজ্জ ও উমরাহ্কারীগণ প্রথমে মদীনা শরীফে গমন করবেন তারা মদীনাবাসীদের মতো যুল হুলায়ফা থেকে ইহ্রাম বাঁধবেন।

হরম পরিচিতি ঃ

১) জিদ্দার দিকে মক্কা মুকাররমা হতে দশ মাইলের মাথায় শুমাইসিয়্যাহ (যেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল)-এর সন্নিকটে হরমের চিহ্ন স্বরূপ মিনারা নির্মিত রয়েছে, ২) পবিত্র মদীনার দিকে তানঈম নামক স্থানে– যাহা মক্কা হতে ৩ মাইল, ৩) ইয়ামেনের দিকে 'ইযাআতে লবন' পর্যন্ত ৭ মাইল, ৪) ইরাকের দিকেও ৭ মাইল, ৫) জারানার দিক হতে ৯ মাইল এবং ৬) তায়েফের দিকে আরাফাত পর্যন্ত ৭ মাইল পর্যন্ত 'হরম'। এই সীমানার ভিতরে কোন স্থলজপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, ধরা, তাড়ানো, বৃক্ষলতাদি অথবা ঘাস কর্তন ইত্যাদি হারাম। এই কারণেই নির্ধারিত সেই এলাকাকে 'হরম' বলা হয়।

মীকাতের ভিতরে অথচ 'হরম' এলাকার বাইরে বসবাসকারীদের জন্য সমগ্র 'হিল' এলাকাই মীকাতস্বরূপ। অর্থাৎ 'হরম' এলাকার চৌহদ্দীর বাইরের যে কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা যাবে।

ইহ্রাম বাঁধা ঃ

যিনি উমরাহ্ সম্পাদন করতে চান, তিনি দেশ থেকে বা মীকাতে পৌঁছে ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করে, গোসল বা অপারগ হলে অযু করে নিবে। তারপর একটি সেলাই বিহীন লুঙ্গির মতো সাদা কাপড় পরিধান করবেন ও একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নিবেন। এরপর দুই রাকআত নামায আদায় করবেন। মহিলাগণও উক্তভাবে পবিত্র হয়ে নিজ পোশাক পরিধান ও নামায আদায় করে নিবেন।

ইহ্রামের নামাযের নিয়ত ঃ

"নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহে তা'য়ালা রাকআতায় সালাতিল ইহরামে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরিফাতে আল্লাহু আকবার।"

প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করে নামায আদায় করবেন এবং কিবলামুখী হয়ে বসে উমরাহ্র নিয়ত করবেন।

উমরাহ্ আদায়ের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফায়াছছিরহালী ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী।"

অন্যের নামে উমরাহ্ আদায়ের নিয়ত ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী উরিদুল উমরাতা মিন (.....নাম.....) ফায়াছছিরহালী ওয়া তাকাব্বালহা মিন্ (.....নাম.....)।"

তালবিয়া পাঠ ঃ

হজ্জ বা উমরাহ্র নিয়ত করার পরই ০৩ (তিন) বার তালবিয়া পাঠ করবেন। তালবিয়া হলো–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা শারীকা লাক।"

অর্থ ঃ "হাযির হে আল্লাহ, আপনার সমীপে হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।

ইহ্রাম বাঁধা হলো (ফরয)। প্রচুর সংখ্যায় তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। এটা ব্যতীত আর কোন বিশেষ কাজ মক্কা মুয়ায্যামায় হারাম শরীফে প্রবেশ করা পর্যন্ত করতে হবে না। উল্লেখ্য যে, যখনই তালবিয়া পাঠ করবেন একসাথে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বার পাঠ করবেন।

ইহ্রামকারীর করণীয় আমল ঃ

ইহ্রাম বাঁধার পর তালবিয়া, দু'আ ও দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের ইচ্ছে মতো দু'আ করবেন। ইহরাম বাঁধার পর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা রাদাকা ওয়াল্ জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিন গাদাবিকা ওয়ান্নার ।"

ইহ্রামকারীর বর্জনীয় আমল ঃ

নিম্নোক্ত কার্যাদি ইহরাম অবস্থায় **নিষিদ্ধ–**

১ । যৌন সম্ভোগ ও সে সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করা ।

২ । পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরা, তবে মহিলাদের জন্য তা নিষিদ্ধ নয় ।

৩ । মাথা ও মুখমন্ডল আবৃত করা, তবে তাঁবু ব্যবহার নিষিদ্ধ নয় । মহিলারা মাথা ঢাকবেন এবং মুখমন্ডল অনাবৃত করবেন ।

৪ । সুগন্ধি ব্যবহার করা (টয়লেট ও টিস্যু পেপারে যদি সুগন্ধি থাকে তাও পরিহার করতে হবে) ।

৫ । চুল বা পশম কাটা বা উপড়ানো ।

৬ । নখ কাটা, তবে ভাঙ্গা নখ ভেঙ্গে ফেলায় ক্ষতি নেই ।

৭ । কোন স্থলজ পশু শিকার করা । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– "হে ঈমানদারগণ! ইহ্রামরত অবস্থায় শিকার করো না ।"– (সূরা ঃ মায়িদা- ৫ঃ৯৫)

অনুরূপভাবে শিকারকে হাঁকানো বা দেখানো বা যবেহ্ করা ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ ।

৮ । নিজের শরীর বা মাথা থেকে উঁকুন বা উঁকুন জাতীয় প্রাণী বধ করা । সাপ, মশা, মাছি, ডাশ, গিরগিটি, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ইত্যাদি মারা জায়িয আছে ।

ইহ্রাম অবস্থায় মাকরূহ বিষয়সমূহ ঃ

১ । শরীর থেকে ময়লা দূর করা, মাথা অথবা দাড়ি ও দেহ সাবান দ্বারা ধোঁয়া ।

২ । মাথার চুল বা দাড়ি চিরুনীর দ্বারা আঁচড়ানো । এমনভাবে আঁচড়ানো মাকরূহ্ যাতে উঁকুন পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে ।

৩ । দাড়ি খিলাল করাও মাকরূহ্, তবে দাড়ি পড়ে যায় না এমনভাবে খিলাল করায় কোন ক্ষতি নেই ।

৪ । লুঙ্গি অর্থাৎ নিম্নাঙ্গের কাপড়ের সামনের দিক থেকে সেলাই করা । তবে কেউ সতর ঢাকার নিয়তে এরূপ করলে দম ওয়াজিব হয় না ।

৫ । গিরা দিয়ে চাদর লুঙ্গি পরিধান করা, সুঁই, পিন ইত্যাদি লাগানো বা সূতা ও দড়ি দিয়ে বাঁধা ।

৬ । সুগন্ধি স্পর্শ করা অথবা ঘ্রাণ নেয়া, সুগন্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে বসা, সুগন্ধিযুক্ত ফল অথবা ঘাসের ঘ্রাণ নেয়া ।

৭। মাথা ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশে বিনা প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা। প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা মাকরূহ নয়।

৮। কা'বা শরীফের পর্দার নিচে এমনভাবে দাঁড়ানো যে তা মাথায় বা মুখে লেগে যায়।

৯। ফিতা লাগাবার মতো ভাঁজ করে লুঙ্গি সূতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

১০। নাক, থুতনী ও গাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাত দিয়ে ঢাকা জায়িয।

১১। বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া। মাথা বা গাল বালিশে রাখায় ক্ষতি নেই।

১২। রান্নাবিহীন সুগন্ধি খাবার খাওয়া। তবে রান্না করা সুগন্ধি খাবার মাকরূহ নয়।

পবিত্র হজ্জ ও উমরাহ্র জন্য গৃহ হতে নির্গমন

গৃহ হতে বের হওয়ার পূর্বে ও পরে কিছু দান-খয়রাত করবেন এবং ঘরে দুই রাকআত নামায পড়বেন। মহল্লার মসজিদেও দুই রাকআত নামায আদায় করবেন। প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। সালাম ফিরিয়ে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পড়বেন এবং আল্লাহ্র নিকট সফরে রহমত লাভের প্রার্থনা করবেন। নিম্নের দু'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ اَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَ الْمَالِ اَللّٰهُمَّ
اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ مَسِيْرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوِىَ لَنَا الْاَرْضَ وَ تُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَ تَرْزُقَنَا فِى سَفَرِنَا
هٰذَا السَّلَامَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَ الْبَدَنِ وَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ
الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ السَّلَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا

وَلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَقَضَاءً لِّفَرْضِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَشَوْقًا اِلٰى لِقَائِكَ اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْ ذَالِكَ وَ صَلِّ عَلٰى اَشْرَفِ عِبَادِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ

"আল্লাহুম্মা আনতাস্ সা-হিবু ফিস্সাফারি ওয়াআনতাল্ খালীফাতু ফিল্ আহ্লি ওয়ালমাল। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী মাসীরিনা হা-যাল্ বিররা ওয়াত্তাক্বাওয়া ওয়ামিনাল আমালি মা তুহিব্বু ওয়াতারযা। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা আন্ তাত্ওয়া লানাল-আরযা ওয়াতুহাওয়্যিনা আলাইনাস সাফারা ওয়াতারযুক্বানা ফী সাফারিনা হা-যাস্ সালামাতা ফিল্ আক্বলি ওয়াদ্দীনি ওয়াল বাদানি ওয়ালমালি ওয়ালওলাদি ওয়াতুবাল্লিগুনা হাজ্জা বাইতিকাল্ হারামি ওয়াযিয়ারাতা নাবিয়্যিকা আলাইহ আফ্যালুস্ সালাতি ওয়াস্সালাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী লাম্ আখরুজ্ আশারান্ ওয়াল বাতারান, ওয়াল রিয়াআন্ ওয়ালা সুমআতান্ বাল খারাজ্তু ইত্তিকাআ সাখাতিকা ওয়াবতিগাআ মারযাতিকা ওয়াক্বাযাআল্ লিফারযিকা ওয়াইত্তিআল, লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লামা ওয়াশাওকান্ ইলা লিকাইকা। আল্লাহুম্মা ফাতাক্বাব্বাল্ যা-লিকা ওয়া সাল্লিআলা আশরাফি ইবাদিকা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহী ওয়া সাহ্বিহিত, তাইয়্যিবীনাত্ তা-হিরীনা আজমাঈন।"

যখন সেখান হতে উঠবেন তখন এই দু'আ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ مَا اَهَمَّنِىْ وَمَا لَا اَهْتَمُّ بِهٖ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِى التَّقْوٰى وَ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ

"আল্লাহুম্মা ইলাইকা তাওয়াজজাহ্তু ওয়াবিকা ই'তাসামতু। আল্লাহুম্মা আকফিনী মা আহম্মানী ওয়ামা লা আহ্তাম্মু বিহী। আল্লাহুম্মা যাওয়্যিদুনিত্ তাক্ওয়া ওয়াগফিরলী যাম্বী।"

ঘরের দরজার নিকটে সূরা 'ইন্না-আনযালনা' পাঠ করবেন। ঘর হতে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللهِ اٰمَنْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ
اَلتُّكْلاَنُ عَلَى اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ
اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

"বিসমিল্লাহি আমানতু বিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিত্ তুকলানু আলাল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন্ আন্ আদিল্লা আও উদাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজ্হালা আও য়ুজহালা আলাইয়্যা।"

যখন যানবাহনে আরোহণ করবেন তখন বিসমিল্লাহ্ বলে এ দু'আ পাঠ করবেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِلْاِسْلاَمِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ
وَ السَّلاَمِ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিল-ইসলামি ওয়ামান্না আলাইনা বিমুহাম্মদিন্ আলাইহি আফযালুস্ সালাতি ওয়াস্সালামি। সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্করিনীনা ওয়াইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্কালিবুন। আলহামুদ লিল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবারু সুবহানাকা ইন্নী যালাম্তু নাফসী ফাগফিরলী। ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনবা ইল্লাহ আনতা।"

যখন বিমান ছাড়ে তখন এ দু'আ পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَّ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ
وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ
وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়ামুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর্ রাহীম। ওয়ামা ক্বাদারুল্লাহ ক্বাদরিহি ওয়ালআরযু জামীআন ক্বাবযাতুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়াস্সামাওয়াতু মাতভিয়্যাতুম বিইয়ামীনিহি সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আম্মা য়ুশরিকুন।"

যানবাহন থেকে অবতরণকালে এ দু'আ পাঠ করবেন–

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُبَارَكًاوَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِّنْ شَرِ مَا خَلَقَ ـ

"রব্বি আনজিলনী মুনজালা মুবারাকাউ ওয়া আনতা খইরুল মুনজিলিন। আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক্ব।"

জেদ্দা শহর দৃষ্টিগোচর হলে এ দু'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

"আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাবয়ি ওয়ামা আযলাল্না ওয়ারাব্বাল আরযীনাস্ সাবয়ি ওয়ামা আক্বলাল্না ওয়ারাব্বাশ্ শায়াতীনি ওয়ামা আযলালনা ওয়ারাব্বার রিয়াহি ওয়ামা যারাইনা ফাইন্না নাসআলুকা খাইরা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়াখাইরা আহলিহা ওয়ানাউযু বিকা মিন্ শাররিহা ওয়াশাররি মা ফীহা।"

যখন জেদ্দা নগরীতে প্রবেশ করবেন, তখন 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহা' তিনবার পাঠ করে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا

"আল্লাহুম্মার যুক্কনা জানাহা ওয়াহাব্বিব্না ইলা আহলিহা ওয়াহাব্বিব্ সা-লিহী আহলিহা ইলাইনা।"

হারাম শরীফ প্রবেশ ঃ

মক্কা শরীফের নিকটবর্তী হলে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রচুর পরিমাণে তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল প্রভৃতি পাঠ করবেন। যখন হারাম শরীফে পৌঁছবেন, তখন এ দু'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالاً

"আল্লাহুম্মায্ আল্লি বিহা ক্বারারাওয়ার্ যুকনি ফিহা রিযক্বান হালালা।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِمَّا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিম্মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াআউযুবিকা মিন শাররি মাসতাআযা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

হারাম সীমানার মধ্যে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِیْ وَ دَمِیْ وَ عَظْمِیْ وَ
بَشَرِیْ عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ اٰمِنِّیْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ
اَوْلِيَاءِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ تُبْ عَلَیَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"আল্লাহুম্মা ইন্না হা-যা হারামুকা ওয়াহারামু রাসূলিকা ফাহাররিম লাহমী ওয়াদামী ওয়াআযমী ওয়াবাশারী আলান্ নারি। আল্লাহুম্মা আ-মিননী মিন্ আযাবিকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবাদাকা ওয়াজআলনী মিন্ আওলিয়াইকা ওয়াআহলি তা'আতিকা ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়্যাবুর্ রাহীম।"

মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন ঃ

প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রবেশ করবেন। 'লাব্বায়িকা' পড়ার পরে পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ
وَافْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি রাব্বিগফিরলী যুনুবী ওয়াফ্তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।"

যখন বাইতুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হবে তখন اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ "আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পাঠ করবেন এবং দু'আ করবেন। এ সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّبِرًّا

"আল্লাহুম্মা যিদ্ বাইতাকা হাজা তাশরীফান ওয়া তাকরীমান ওয়া তাযিমান ওয়া বিররান্।"

অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং যে দু'আ ইচ্ছা করবেন। ঐ সময় এ দু'আটিও পাঠ করা মুস্তাহাব–

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَ الْفَقْرِ وَ مِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

"আউযু বিরাব্বিল্ বাইতি মিনাদ্ দাইনি ওয়ালফাক্বরি ওয়ামিন্ যীক্বিস্ সাদরি ওয়াআ'যাবিল কাবরি।"

তাওয়াফ

তাওয়াফ ঃ

তাওয়াফ শুরু করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফ মাতাফে (তাওয়াফের স্থানে) যাবেন। তালবিয়া পাঠ করতে করতে "হাজারে আসওয়াদ" এর দিকে অগ্রসর হবেন। এরপর তাওয়াফের জন্য রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ এর মাঝ থেকে কিছুটা হাজারে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে তাওয়াফ (ফরয) এর নিয়ত করবেন।

তাওয়াফের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি ছাব্য়াতা আশ্ওয়াতিন ফাইয়াস্সিরহু লী ওয়াতাক্বাব্বাল্হু মিন্নী।"

অন্যের নামে তওয়াফের নিয়ত ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি সাব্য়াতা আশ্ওয়াতিম্ মিন (....নাম.....) ফাইয়াস্সিরহু লী ওয়াতাক্বাব্বাল্হু মিন্ (....নাম.....)।"

হাজরে আসওয়াদে তাকবীর পাঠ ঃ

হাজরে আসওয়াদ বরাবর সামনে এগিয়ে নামাজের তকবির তাহ্রিমার মতো কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وِلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।"

অথবা নিম্নের দু'আটিও পাঠ করা যায়–

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল্ হামদু ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্‌দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্‌দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

তারপর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। যদি ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে তা পরিহার করে উভয় হাতকে এমনভাবে কান পর্যন্ত উঠাবেন যেন হাতের তালু হাজরে আসওয়াদ এর দিকে এবং হাতের পিঠ নিজের মুখের দিকে থাকে; আর এ খেয়াল করবেন যে, হাতকে হাজরে আসওয়াদ এর উপরেই রাখা হয়েছে। তারপর এ দু'আ পাঠ করবেন–

اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সাইয়েদেনীল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"

উভয় হাতে চুমু খাবেন। তাওয়াফ শুরু করার সামান্য পূর্বে ইযতেবা অর্থাৎ চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখবেন। প্রথম তিন চক্করে রমল অর্থাৎ সামান্য সদর্পে কাঁধ হেলিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে বীরোচিত ভঙ্গিতে দ্রুত চলবেন। যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছবেন, তখন এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন।

তাওয়াফের সংক্ষিপ্ত দু'আ ঃ

১। হাজরে আসওয়াদ বরাবর হলে পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

"বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালিল্লা-হিল হামদু ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালা-মু আ'লা রাসুলিল্লাহি।"

২। চক্করের সময় পড়বেন–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ– وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ– وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"সুবহানাল্লাহি ওয়াল্হামদুলিল্লাহি ওয়া-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল্ আলিইল্ আজীম্। ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

৩। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ এর মাঝে পড়বেন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ– وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ– يَا عَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ–

"রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল্ আখিরাতি হাছানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার। ওয়া আদখিল্নাল জান্নাতা মা'আল আব্রার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া রাব্বাল্ আলামীন।"

তাওয়াফে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠের দু'আ ঃ

১। তাওয়াফের নিয়ত করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর সামনে এগিয়ে নামাজের তকবির তাহ্রিমার মতো কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وِللهِ الْحَمْدُ .

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।"

২। মুলতাযামের সামনে পাঠ করার দু'আ–

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

৩। মাকামে ইব্রাহীমের সামনে পাঠ করার দু'আ–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা ইন্না হা-যাল্ বাইতা বাইতুকা, ওয়াল্ হারামা হারামুকা, ওয়াল্আম্না আম্নুকা, ওয়াহা-যা মাকামুল্ আ-ইযি বিকা মিনান্নারি, ফাআজিরনী মিনান্ নারি।"

৪। মীযাবে রহমত এ পাঠ করার দু'আ–

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِيَ اِلَّا وَجْهُكَ وَ اَسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَّا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا

"আল্লাহুম্মা! আযিল্লানী তাহ্তা যিল্লি আরশিকা, ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা, ওয়ালা বাক্বিয়া ইল্লা ওয়াজ্হুকা, ওয়াআস্ক্বিনী মিন্ হাওযি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শার্বাতান্ হানীআতাল্ লা-আযমাউ বা'দাহা আবাদা।"

৫। রুকনে শামীতে পাঠ করার দু'আ–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَ الْوَلَدِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আঊযুবিকা মিনাশ্ শাক্কি, ওয়াশ্শিরকি, ওয়াশ্ শিক্কাকি, ওয়ান্নিফাক্কি, ওয়াসূ'ইল্ আখ্লাক্কি, ওয়াসূ'ইল্ মুন্ক্বালাবি ফিল্আহ্লি ওয়াল্মালি ওয়াল্ওয়ালাদি।"

৬। রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে পাঠ করার দু'আ–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল্ কুফ্রি ওয়াল্ফাক্বাতি ওয়ামাওয়াক্বিফিল্ খিযয়ী ফিদ্দুন্য়া ওয়াল্আখিরাতি।"

৭। রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পাঠ করার দু'আ–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ– وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ– يَا عَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ–

"রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল্ আখিরাতি হাছানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার। ওয়া আদখিল্নাল জান্নাতা মা'আল আব্রার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া রাব্বাল্ আলামীন।"

তাওয়াফের সময় পাঠ করার অন্যান্য দু'আসমূহ ঃ

১। এ দু'আটিও পাঠ করার বর্ণনা রয়েছে–

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহুম্মা ক্বান্নি'অনী বিমা রাযাক্বতানী ওয়াবারিক্ লী ফীহি ওয়াখ্লুফ্ আলা কুল্লি গায়িবাতিল্ লী বিখাইরিন্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল্ মুল্ক ওয়ালাহুল্ হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।"

২। নিম্নোক্ত দু'আটিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকার রা-হাতা ইন্দাল্ মাওতি ওয়াল্ আফ্ওয়া ইন্দাল্ হিসাবি।"

৩। মুলতাযামে দাঁড়িয়ে যে দু'আ ইচ্ছা প্রার্থনা করবেন। এখানে দু'আ কবুল হয়। নিম্নোক্ত দু'আটিও পাঠ করতে পারেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَ اَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نَعْمَائِكَ وَاَفْضَلُ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَجَمِيْعِ رُسُلِكَ وَاَصْفِيَائِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَ اَوْلِيَائِكَ

"আল্লাহুমা রাব্বা হা-যাল্ বাইতিল্ আতীকি, আঅ্তিক রিক্বাবানা মিনান্ নারি ওয়া আইযনা মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। ওয়াবারিক লানা ফীমা আ'তাইতানা-আল্লাহুম্মাজআল্না মিন্ আক্রামি ওফ্দিকা আলাইকা। আল্লাহুম্মা লাকাল্ হামদু আলা না'মায়িকা ওয়াআফ্যালু সালাতিকা আলা সাইয়্যিদি আম্বিয়াইকা ওয়াজামিই রুসুলিকা ওয়াআস্ফিয়াইকা ওয়াআলা আ'লিহি ওয়াআসহাবিহি ওয়াআওলিয়াইকা।"

মাকামে ইব্রাহীমে নামায ঃ

সাত চক্কর দিয়ে তওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকআত তওয়াফের ওয়াজিব নামায আদায় করবেন।

নামাযের নিয়ত ঃ

"নাওয়াইতু আন উছল্লিয়ালিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় সলাতি ওয়াজিবুত তাওয়াফে মুতাওয়াজিহান ইলাজিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবার।"

প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। যদি সেখানে জায়গা পাওয়া না যায় তবে মাতাফে যেখানে সম্ভব হয় সেখানে পড়বেন। তাওয়াফের নামায সমাপ্ত করে মুলতাযামের নিকটে আসবেন এবং একে জড়িয়ে ধরবেন। ডান গাল এবং কখনও বাম গাল এর উপরে রাখবেন এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে দু'আ করবেন। তারপর যমযমের পানি পান করবেন।

যম্‌যমের পানি পান ঃ

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খুব পরিতৃপ্তিসহ তিন নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করবেন এবং গায়েও কিছু পানি ঢালবেন এবং এ দু'আ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইল্‌মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্‌ক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান সালেহাও্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।"

সাফা-মারওয়া সাঈ

সাফা-মারওয়া'র নক্‌শা

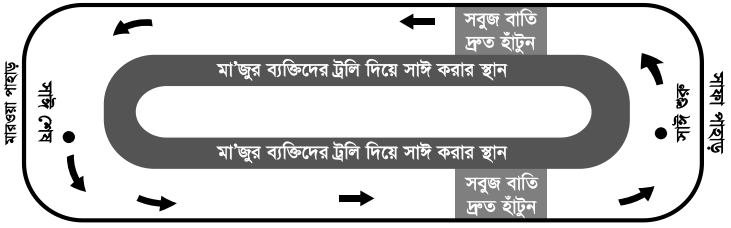

তাওয়াফ শেষ করে, তাওয়াফের নামায পড়ে, যম্যমের পানি পান করে, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। এ চুম্বন করা মুস্তাহাব। তারপর সাঈ'র জন্যে 'বাবুস সাফা' দিয়ে মসজিদ থেকে বের হবেন। তখন পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

"বিস্মিল্লাহি ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী যুনূবী ওয়াফ্তাহ্লী আবওয়াবা ফাযলিকা।"

প্রথমে সাফা পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে পাঠ করবেন–

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শাআ-ইরিল্লাহি।"

সাঈ'র নিয়ত (সাফা পাহাড়ে উঠে নিয়ত করবেন) ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদুছ সাঈয়া বাইনাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা সাবয়াতা আশওয়াতিন ফাইয়াছছিরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু মিন্নী।"

অন্যের নামে সাঈ'র নিয়ত ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদুস্ সাঈয়া বাইনাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা সাবয়াতা আশওয়াতিন মিন্ (...নাম....) ফাইয়াছছিরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু মিন্ (....নাম....)।"

সাঈ (ওয়াজিব) এর নিয়ত করে কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে তিনবার হামদ্ ও সানা পাঠ করে উচ্চস্বরে তিনবার তাকবীর ও তাহ্লীল (আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) উচ্চারণ করবেন। তারপর দরূদ শরীফ (নামাযের বৈঠকের দরূদ শরীফ) পাঠ করবেন। তারপর নিজের জন্য ও সকলের জন্য দু'আ করবেন।

সাঈ'র সময় পাঠ করার দু'আ ঃ

১। নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করবেন–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ-

ইন্নাস্‌সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন্ শা'আইরিল্লাহ্। ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আও ইতামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়াত্ তাওয়াফা বিহিমা ওয়ামান তাত্বাওয়াআ খাইরান্, ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।"

২। একত্রে সবগুলো দু'আ পাঠ–

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوَيْنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَسْئَلُكَ اَنْ لَا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَشَائِخِىْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, ওয়াল্লিাহিল হাম্‌দ, আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা মা হাদানা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আলা মা আওয়াইনা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আলা মা আল্‌হামানা আল্‌হাম্‌দু ল্লািহিল্লাযী হাদানা লিহা-যা ওয়ামা কুন্না লিনাহ্‌তাদিয়া লাওলা আন্ হাদানাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু য়ুহ্‌য়ী ওয়ায়ুমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুল্ লা য়ামুতু বিইয়াদিহিল্ খায়রু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু সাদাকা ও'অদাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখ্‌লিসীনা লাহুদ্ দ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল্ কাফিরূন্। আল্লাহুম্মা কামা হাদাইতানী লিল্ ইসলামি আস্‌আলুকা আন্ লা তান্‌যি'আহু মিন্নী হাত্তা তাওয়াফ্‌ফানী ওয়াআনা মুস্‌লিমুন। সুবহানাল্লহি ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আযিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়াআলা আলিহি ওয়াসাহ্‌বিহি ওয়াআত্‌বাইহি ইলা ইয়াওমিদ্ দ্বীনি। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী

ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিমাশাইখী ওয়ালিল্ মুস্লিমীনা আজ্মাঈন্, ওয়াসালামুন্ আলাল্ মুর্সালীনা ওয়াল্হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন্ ।"

এছাড়া প্রয়োজনীয় অন্যান্য দু'আ পাঠ করা যায়। পঁচিশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময় সেখানে দাঁড়াবেন। তারপর দু'আ-দরূদ পাঠ করতে করতে স্বাভাবিক গতিতে সাঈ শুরু করবেন।

৩। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছে গতি দ্রুত করবেন (মহিলাদের জন্য দ্রুত গতিতে দৌড়ানোর বিধান প্রযোজ্য নয়) এবং এ দু'আটি পাঠ করবেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

"রাব্বিগ্ফির ওয়ারহাম্ ওয়া আন্তাল্ আআ'য্যুল্ আক্রাম ।"

সবুজ চিহ্নিত স্থানটুকু অতিক্রম করার পর পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে অবশিষ্ট স্থান অতিক্রম করে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছবেন। তারপর পাহাড়ের উপরে আরোহণ করে একটু ডান দিকে ঝুকে বাইতুল্লাহ্র দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন এবং সেখানেও সাফা পাহাড়ের কার্যাদির ন্যায় করবেন। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গমনে এক চক্কর পূর্ণ হয়। আবার মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত গমনে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হয়। পুনরায় সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গমনে তৃতীয় চক্কর পূর্ণ হয়। এমনিভাবে সাত চক্কর মারওয়ায় শেষ করার পর মসজিদুল হারামে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করবেন। এ নামায তাওয়াফের স্থানের নিকটে আদায় করা মুস্তাহাব। এরপর মনের আকুতিসহ মকসুদ পুরণের জন্য মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবেন।

সাঈ'র অন্যান্য দু'আ ঃ

১। সাফা হতে মারওয়ায় যাওয়ার সময় পড়বেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ–

"আল্লাহু আক্বার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আক্বার। ওয়ালিল্লাহিল্ হামদ্, আল্লাহুম্মা হব্বিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়াকাররিহ্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল্ ফুছুকা ওয়াল্ ইছ্ইয়ানা ওয়াজ্আল্না মিন্ ইবাদিকাছ্ ছোয়ালিহীন্ ।"

২। মারওয়া হতে সাফায় যাওয়ার সময় পাঠ করবেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ،اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ• لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ•وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاه مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ– رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ– اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ–

"আল্লাহু আক্বার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আক্বার। ওয়ালিল্লাহিল হামদ্। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু ছদাকা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা আব্দাহু। ওয়া হাজামাল আহ্জাবা ওয়াহ্দাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা এইয়্যাহু মুখলিছিনা লাহুদ্দীনা ও'লাও কারিহাল্ কাফিরুন্। রাব্বিগ্ফির্ ওয়ার্হাম্ ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আজ্জুল আক্রাম। ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন্ শা'আইরিল্লাহ্। ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আও ইতামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়াত্ তাওয়াফা বিহিমা ওয়ামান তাত্বাওয়াআ খাইরান্, ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।"

৩। সাঈ'র শেষের দু'আ–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ– وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ–

"রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাহ্ ছামিউল আলীম্। ওয়াতুব্ আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর্ রাহীম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিউ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মাইন ওয়ার্হাম্না মা'য়াহুম বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার্ রাহিমীন্।"

মাথা মুন্ডান

মাথা মুন্ডান ঃ

সাঈ'র পর মাথা মুন্ডান বা চুল ছোট করে হালাল হবেন **(ওয়াজিব)**। এরপর ইহ্রাম ছেড়ে দিবেন। তবে মহিলাগণ সমস্ত চুল ধরে হাতের আঙ্গুলের এক কর (গিরা) পরিমাণ চুল কেটে হালাল হবেন। মহিলাগণ নিজ মুহ্রিম যিনি ইতিমধ্যেই হালাল হয়েছেন তাকে দিয়ে চুল কাটাবেন। প্রয়োজনে হালাল হয়েছেন এমন মহিলার দ্বারাও চুল কাটাতে পারেন।

মুসলিম শরীফে উল্লেখ্য আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম উমরাহ্ শেষে মারওয়ায় হালাল হয়েছেন এবং হজ্জ শেষে মিনায় হালাল হয়েছেন।

মাথা মুন্ডানোর দু'আ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ وَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَّامْحُ بِهَا عَنِّىْ سَيِّئَةً وَّارْفَعْ لِىْ بِهَا دَرَجَةً اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ـ اٰمِيْنَ

মাথা মুন্ডানোর মাধ্যমে উমরাহ্র যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হলো।

পবিত্র হজ্জ পালন

হজ্জ ০৩ (তিন) প্রকারে আদায় করা যায়। যথা– ১) হজ্জে তামাত্তু, ২) হজ্জে ইফরাদ ও ৩) হজ্জে কিরান।

হজ্জের ফরযসমূহ ঃ

১। ইহ্রাম বাঁধা (আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়ত করা)।

২। আরাফাতে অকুফ (অবস্থান) ঃ ৯ই যিলহজ্জ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও আরাফাতে অকুফ (অবস্থান) করা। তবে কোন কারণে সূর্যাস্তের পূর্বে অবস্থান করতে না পারলে ১০ই যিলহজ্জ ফযরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় অবস্থান করলে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু দম ওয়াজিব হবে।

৩। তাওয়াফে যিয়ারত ঃ ১০ই যিলহজ্জ ভোর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটি যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করা ফরয হবে।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ঃ

১। মীকাতের সীমানার আগেই ইহ্রাম বাঁধা।

২। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অকুফ করা।

৩। মুযদালিফায় অকূফ করা।

৪। রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।

৫। কিরান বা তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর কুরবানী করা। উল্লেখ্য, ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীদের কুরবানী করা ঐচ্ছিক।

৬। মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা। উল্লেখ্য, আগে কংকর (রমী) মারা, এরপর কুরবানী করা ও পরে মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা।

৭। তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের (কুরবানির দিনের) মধ্যে সম্পাদন করা।

৮। সাফা পাহাড় থেকে শুরু করে সাফা-মারওয়া সাঈ করা।

৯। মীকাতের বাইরের হজ্জ পালনকারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এ ওয়াজিবগুলোর কোন একটিও ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ের।

হজ্জের সুন্নাতসমূহ ঃ

১। মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্যে যারা ইফরাদ বা কিরান হজ্জ করবেন তাদের জন্যে তাওয়াফে কুদূম করা।

২। তাওয়াফে কুদূমে রমল করা। এ তাওয়াফে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে।

৩। ইমামের জন্য তিন স্থানে খুৎবা প্রদান করা। অর্থাৎ ৭ই যিলহজ্জ মক্কা মুকার্‌রমায়, ৮ই যিলহজ্জ মিনায় এবং ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়াদনে।

৪। ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান।

৫। মিনার কাজ-কর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

৬। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়া।

৭। আরাফাতে গোসল করা।

৮। আরাফাতের ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হওয়া।

৯। আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা।

১০। মিনা থেকে ফেরার পথে মুহাস্‌সার নামক স্থানে স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও অকূফ করা।

হজ্জে সফরকারী তামাত্তু, ইফরাদ, কিরান বা বদলী হজ্জ যাই আদায়ের নিয়ত করেন, তাতে অধিকাংশ বিধান প্রায় একই নিয়মে পালন করতে হয়, যেমন– ইহ্‌রাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, সাঈ করা, মিনায় অবস্থান, আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, কংকর মারা, কুরবানী করা ইত্যাদি। শুধু পার্থক্য হলো নিয়ত ও সামান্য কিছু আমলে। এ কারণে উক্ত আহ্‌কাম ও আমলগুলো একবারেই বর্ণনা করা হলো। পাঠকদের কাছে নিবেদন, বিষয়গুলো খুবই সচেতনতার সাথে পাঠ করে, জেনে ও বুঝে যথাসময়ে ও যথাস্থানে সঠিকভাবে পালন করবেন।

উক্ত ০৩ (তিন) টির যে কোন একটি নিয়মে হজ্জ আদায় করলে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে হজ্জে কিরানই সর্বোত্তম, এরপর যথাক্রমে- হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ইফরাদ।

তামাত্তু হজ্জের কার্যক্রম

তামাত্তু হজ্জ ঃ

হজ্জের সফরে মীকাত থেকে উমরাহ্ আদায়ের নিয়তে ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ্ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং ৭/৮ই যিলহজ্জ পুনরায় ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ পালন করাই হলো 'হজ্জে তামাত্তু'।

তামাত্তু পালনকারী দেশ থেকে বা মীকাতে পৌঁছে ইহ্রাম বেঁধে শুধু উমরাহ্ নিয়ত করবেন। মক্কা শরীফে পৌঁছে উমরাহ্ আদায়ের নিমিত্তে তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডায়ে হালাল হবেন। অতঃপর মক্কা শরীফেই অবস্থান করবেন। ৮ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযের পূর্বে হজ্জের নিয়তে পুনরায় ইহ্রাম বাঁধবেন।

ইহ্রাম বাঁধা ঃ

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী এখন হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধবেন। ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করে, গোসল বা অপারগ হলে অযু করে নিবে। তারপর একটি সেলাই বিহীন লুঙ্গির মতো সাদা কাপড় পরিধান করবেন ও একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নিবেন। এরপর দুই রাকআত নামায আদায় করবেন। মহিলাগণও উক্তভাবে পবিত্র হয়ে নিজ পোশাক পরিধান ও নামায আদায় করে নিবেন।

ইহ্রামের নামাযের নিয়ত ঃ

"নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহে তা'য়ালা রাকআতায় সালাতিল ইহরামে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরিফাতে আল্লাহু আকবার।"

প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করে নামায আদায় করবেন এবং কিবলামুখী হয়ে বসে হজ্জের নিয়ত করবেন।

হজ্জের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াছছিরহুলী ওয়া তাকাব্বালহু মিননী।"

"হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়ত করলাম, আপনি তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করেন।"

অতঃপর বাসস্থান থেকে ফযরের পরে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

মিনায় অবস্থান ঃ

১। ৮ই যিলহজ্জ হতে মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যথা- যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং ৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায আদায় করবেন (সুন্নাত)। ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত রাত্রিগুলো মিনায় অবস্থান করবেন (সুন্নাত)।

২। ৯ই যিলহজ্জ ফজর হতে ১৩ই যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে 'তাকবীরে তাশরীক' পাঠ করবেন (ওয়াজিব)। তাকবীরে তাশরীক–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

অকুফে আরাফাহ্ (আরাফায় অবস্থান) ঃ

৩। ৯ই যিলহজ্জ সকাল বেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাবেন। আরাফাতে পৌঁছে অকুফ **(ফরয)** করবেন। অকুফে আরাফার সময় বেশী বেশী যিক্‌র ও দু'আ-দরূদ পাঠ করবেন। সম্ভব হলে আরাফাতে গোসল করবেন **(সুন্নাত)**। এ সময়ের জন্য কোন বিশেষ দু'আ নির্দিষ্ট নেই। তবে নিম্নোক্ত দু'আটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত রয়েছে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَ خَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ وَ اِلَيْكَ مَاٰبِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا ـ اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ فِى الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা–শরীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু কাল্লাযী তাকূলু ওয়াখাইরাম্ মিম্মা নাকূলু। আল্লাহুম্মা লাকা সালাতী ওয়ানুসুকী ওয়ামাহ্‌ইয়ায়া ওয়ামামাতী ওয়াইলাইকা মাআবী ওয়ালাকা রাব্বী তুরাসী।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন্ আযাবিল্ ক্বাবরি ওয়াওয়াস্ওয়াসাতিস্ সাদ্রি ওয়াশাতাতিল্ আম্রি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ খাইরি মা তাজীউ বিহির্ রীহু ওয়াআঊযু বিকা মিন্ শাররি মা তাজীউ বিহির্ রীহু। আল্লাহুম্মাজ্আল্ ফী ক্বাল্বী নূরান্ ওয়াফী সাম্য়ী নূরান্ ওয়াফী বাছারী নূরান্ আল্লাহুম্মাশ্রাহ্লী সাদ্রী ওয়াইয়াস্সিরলী আম্রী ওয়াআঊযু বিকা মিন্ ওয়াসাভিসিন্ ফিস্ সাদ্রি ওয়াশাতাতিল্ আম্রি ওয়াআযাবিল্ ক্বাবরি।"

পবিত্র আরাফায় পাঠ করার দু'আসমূহ ঃ

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আরাফাত দিবসে সূর্য হেলে পড়ার পর নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে এবং কিবলামুখী হয়ে ১০০ বার "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ" লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদির" পাঠ করবেন, তারপর ১০০ বার "قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ" "ক্বুল্ হু-ওয়াল্লাহু আহাদ্" এবং তারপর ১০০ বার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ

"আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ্ ওয়া আলাইনা মায়াহুম।"

এরপর যে দু'আ ইচ্ছা করবেন। আরাফাতের ময়দানে এ কিতাবের লেখক, প্রকাশক, সাহায্যকারীগণ এবং তাদের মাতা-পিতা, সন্তানাদির জন্যও মাগফিরাতের দু'আ করতে অনুরোধ থাকলো।

৪। ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবস্থান (ফরজ) করবেন ।

৫। আরাফাতে মসজিদে নামিরায় বাদশাহ্ বা তাঁর প্রতিনিধির ইমামতিতে যিনি নামাযের জামাআতে শরীক হবেন তিনি যোহর ও আসরের নামাযকে একত্রিত করে যোহরের ওয়াক্তে আদায় করবেন। আর যারা নিজ নিজ মোয়াল্লেমের তাঁবুতে অবস্থান করবেন তারা তাঁবুতেই নিজেরা যোহরের ওয়াক্তে

যোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আসর নামায জামাআত করে আদায় করবেন। **আরাফাত ময়দানে মাগরিবের নামায আদায় করবেন না। মুযদালেফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব এবং ইশা একত্রে আদায় (ওয়াজিব) করবেন ।**

মুযদালিফায় অবস্থান ঃ

৬। অকুফে আরাফাত সমাধা করে মুযদালিফায় যাবেন ও ৯ই যিলহজ্জ রাত্রে মুযদালিফায় অকুফ (অবস্থান) করবেন। **১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অকুফ (ওয়াজিব) করবেন ।**

৭। মুযদালিফা থেকে ৭০টি বুটের দানার মতো কংকর কুড়িয়ে নিবেন (মুস্তাহাব)।

৮। অকুফের সময়ও দরূদ শরীফ, তাকবীর, তাহ্লীল, ইস্তিগফার, তালবিয়া, যিক্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাঠ করবেন এবং যেভাবে দু'আর মধ্যে হাত উঠানো হয় সেভাবে হাত উঠাবেন।

৯। মুযদালিফায় অকুফ শেষে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন।

কংকর নিক্ষেপ ঃ

১০। মিনায় পৌঁছে ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক হতে ১১ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ে মধ্যে জামরায়ে আকাবায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন **(ওয়াজিব)**।

১১। ১০ই যিলহজ্জ জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানী করার পর মাথা মুণ্ডায়ে হালাল হবেন। উল্লেখ্য, ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর হতে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করার নির্ধারিত সময়।

১২। ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ সূর্য হেলার পর ক্রমবিন্যাস (অর্থাৎ উলা, উসতা ও উখরা) অনুযায়ী তিনটি জামারাতেই ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। মিনাকে বাম দিকে ও কা'বা শরীফকে ডান দিকে রেখে কংকর নিক্ষেপ করবেন। এ সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব–

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا

"বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আক্বার্ রাগ্মাল্ লিশ্ শাইতানি ওয়ারিযাল্লির রাহ্মানি। আল্লাহুম্মাজ্-আল্হু হাজ্জাম্ মাবরূরান্ ওয়াযাম্মাম্মাগ্ফুরান্ ওয়াসা'ইয়াম্ মাশ্কূরা।"

যদি ১৩ই যিলহজ্জ যে কোন কারণে মিনায় অবস্থান করেন তাহলে পূর্বের ন্যায় তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

কুরবানী ঃ

১৩। তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীগণ কুরবানী করবেন (ওয়াজিব)। প্রথম দিন কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে কুরবানী করবেন।

মাথা মুন্ডান ঃ

১৪। কুরবানীর পরে মাথা মুন্ডায়ে বা চুল ছেঁটে (ওয়াজিব) হালাল হবেন। এরপর ইহ্রাম ছেড়ে দিন। তবে মহিলাগণ সমস্ত চুল ধরে হাতের আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ চুল কেটে হালাল হবেন।

মাথা মুন্ডানোর দু'আ ঃ ৩১ পৃষ্ঠা মাথা মুন্ডানোর দু'আ দ্রষ্টব্য।

তাওয়াফে যিয়ারত ঃ

১৫। কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী এবং ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত করে হালাল হয়ে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করাকে **"তাওয়াফে যিয়ারত"** বলে। **এ তাওয়াফ হজ্জের ফরয।** তওয়াফে যিয়ারত ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায় করতে হবে। এ সময়ের পরে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে মাকরূহে তাহরীমী হবে এবং দম ওয়াজিব হবে।

তাওয়াফ ঃ ২১ পৃষ্ঠায় **উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী তাওয়াফে যিয়ারত করুন।**

১৬। সাঈ ঃ ২৬ পৃষ্ঠায় **উল্লেখিত সাঈ'র নিয়ম অনুযায়ী সাঈ সম্পন্ন করুন।**

বিদায়ী তাওয়াফ ঃ

১৭। পবিত্র হজ্জ সম্পাদনে বহিরাগতদের হজ্জ সমাপ্তির পর বিদায়কালে যে তাওয়াফ করা হয় একে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ **(ওয়াজিব)** বলে। **[তাওয়াফের নিয়ত ও নিয়ম** **দেখুন ২১ পৃষ্ঠায়]**

বিদায়ী তাওয়াফ শেষে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে বেদনার্ত হৃদয়ে, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবং ক্রন্দন করতে করতে মসজিদ হতে বের হবেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দু'আ প্রার্থনা করবেন। নিম্নের দু'আটি পাঠ করতে পারেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الْعَوْدَ بَعْدَ الْعَوْدِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ
اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ عِنْدَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ
اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ اِنْ جَعَلْتَهٗ اٰخِرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِيْ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

"আল্হাম্দু লিল্লাহি হামদান্ কাসীরান্ তাইয়্যিবান্ মুবারাকান্ ফীহি। আল্লাহুম্মারযুক্বনীল্ আওদা বা'দাল্ আ'ওদি আল্মাররাতা বা'দাল্ মাররাতি ইলা বাইতিকাল্ হারামি ওয়াজ্আ'ল্নী মিনাল্ মাক্ববূলীনা ইন্দাকা ইয়া যাল্জালালি ওয়াল্ইক্রামি। আল্লাহুম্মা লা তাজ্আল্হু আখিরাল্ আহ্দি মিন্ বাইতিকাল্ হারামি ইন্ জাআ'ল্তাহু আখিরাল্ আহ্দি ফাআউয়্যিযনী আন্হুল্ জান্নাতা ইয়া আরহামার্ রাহিমীনা। ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খাল্ক্বিহি মুহাম্মাদিন্ ওয়াআলিহি ওয়াসাহ্বিহি আজ্মাঈন্।"

ইফরাদ হজ্জের কার্যক্রম

ইফরাদ হজ্জ ঃ

মীকাত থেকে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাই হলো 'হজ্জে ইফরাদ'।

ইফরাদ পালনকারী দেশ থেকে বা মীকাতে পৌঁছে শুধু হজ্জ আদায়ের নিয়তে ইহ্রাম বাঁধবেন।

ইহ্রাম ঃ ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ইহ্রামের নিয়ম অনুযায়ী ইহ্রাম বাঁধবেন।

হজ্জের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াছছিরহুলী ওয়া তাকাব্বালহু মিননী।"

"হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়ত করলাম, আপনি তা আমার জন্য সহজ সাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করেন।"

ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম) ও সাঈ শেষে ঐ ইহ্রাম অবস্থায়ই মক্কা শরীফে অবস্থান করবেন। মক্কায় অবস্থানকালে কোন

উমরাহ্ করবেন না। তবে যত ইচ্ছা নফল তওয়াফ করতে পারবেন। ঐ ইহ্রাম অবস্থায় ৮ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযের পর হজ্জ আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়ে মিনায় পৌঁছবেন।

মিনায় অবস্থান ঃ ৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মিনায় অবস্থানের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

আরাফায় অবস্থান ঃ ৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আরাফাতে অবস্থানের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

মুযদালিফায় অবস্থান ঃ ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মুযদালিফায় অবস্থানের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কংকর নিক্ষেপ ঃ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত কংকর নিক্ষেপের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কুরবানী ঃ ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীর জন্য কুরবানী করা ঐচ্ছিক বিধায় কংকর নিক্ষেপের পর মাথা মুন্ডায়ে হালাল হতে পারবেন। যদি কুরবানী করেন তবে কুরবানী করার পরই মাথা মুন্ডায়ে হালাল হওয়া উত্তম।– হজ্জ ও মাসায়েল

মাথা মুন্ডান ঃ ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মাথা মুন্ডানোর নিয়ম দ্রষ্টব্য।

তাওয়াফে যিয়ারত ঃ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তাওয়াফে যিয়ারতের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

সাঈ ঃ ২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সাঈ'র নিয়ম দ্রষ্টব্য।

ইফরাদ হজ্জ পালনকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে থাকেন তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করতে হবে না। আর যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ না করে থাকেন তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করতে হবে।

বিদায়ী তাওয়াফ ঃ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কিরান হজ্জের কার্যক্রম

কিরান হজ্জ ঃ

মীকাত থেকে উমরাহ্ ও হজ্জের নিয়তে ইহ্রাম বেঁধে ঐ একই ইহ্রামে উমরাহ্ ও হজ্জ পালন করাই হলো 'হজ্জে কিরান'।

কিরান হজ্জ পালনকারী দেশ থেকে বা মীকাতে পৌঁছে ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ্ ও হজ্জের নিয়ত করবেন। মক্কা শরীফে পৌঁছে উমরাহ্ আদায়ের নিমিত্তে তাওয়াফ, সাঈ সম্পন্ন করবেন। মাথা মুন্ডাবেন না, হালালও হবেন না। ইহ্রাম অবস্থায়ই মক্কা শরীফেই অবস্থান করবেন। ৮ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযের পরে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

ইহ্‌রাম ঃ ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ইহ্‌রামের নিয়ম অনুযায়ী ইহ্‌রাম বাঁধবেন।

হজ্জের নিয়ত ঃ

কিরান হজ্জ আদায়কারী একসাথে উমরাহ্ ও হজ্জের নিয়ত করবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَیَسِّرْ هُمَا لِیْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّیْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরিদুল উমরাতা ওয়াল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহুমা লি ওয়া তাকাব্বালহুমা মিন্‌নী।"

কিরান হজ্জ আদায়কারী ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মক্কা শরীফে অবস্থান করবেন। মক্কায় অবস্থানকালে হজ্জের কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোন উমরাহ্ করবেন না। একই ইহ্‌রাম অবস্থায় ৮ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মিনায় পৌঁছবেন।

মিনায় অবস্থান ঃ ৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মিনায় অবস্থানের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

আরাফায় অবস্থান ঃ ৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আরাফাতে অবস্থানের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

মুযদালিফায় অবস্থান ঃ ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মুযদালিফায় অবস্থানের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কংকর নিক্ষেপ ঃ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত কংকর নিক্ষেপের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কুরবানী ঃ কিরান হজ্জ আদায়কারীগণ কুরবানী করবেন (ওয়াজিব)। কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানী করবেন।

মাথা মুন্ডান ঃ ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মাথা মুন্ডানোর নিয়ম দ্রষ্টব্য।

তাওয়াফে যিয়ারত ঃ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তাওয়াফে যিয়ারতের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

সাঈ ঃ ২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সাঈ'র নিয়ম দ্রষ্টব্য।

বিদায়ী তাওয়াফ ঃ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম দ্রষ্টব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডানো এ তিনটি কাজ ক্রমানুসারে করতে হবে। কুরবানীর পূর্বে মাথা মুন্ডালে দম (অতিরিক্ত কুরবানী) ওয়াজিব হবে।

বদলী হজ্জ

বদলী হজ্জ ঃ

মৃত ব্যক্তি যার উপর জীবিত থাকাবস্থায় হজ্জ ফরয হয়েছিল, কিন্তু হজ্জ করতে পারেননি অথবা স্বাস্থ্যগত কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তি কর্তৃক হজ্জ আদায় করাকে 'হজ্জে বদল' বা বদলী হজ্জ বলে।

বদলী হজ্জের বর্ণনা ঃ

'বাহরুল আমিক্' কিতাবে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে– "যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করে তার জন্য ৭ (সাত) হজ্জ এবং যে হজ্জ করায় তার জন্য এক হজ্জের সওয়াব লিখা হয়।

উক্ত কিতাবে হাদীস শরীফ হতে আরও বর্ণিত আছে যে, "বদলী হজ্জের উসিলায় তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবেন, যথা– ১। হজ্জের জন্য যে অছিয়ত করেন; ২। যে অসিয়ত পূর্ণ করেন; ৩) যে তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করেন।– হজ্জ দর্পন

মুহাক্কেক ওলামায়ে কিরামের মত হলো– বদলী হজ্জ পালনকারী **"হজ্জে ইফরাদ"** আদায় করবেন। বদলী হজ্জকারীদের শুধু আরামের জন্য এবং ইহ্রামের দীর্ঘসূত্রিতা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তামাত্তু সমাপন করে আদেশ দাতার হজ্জে ত্রুটি করা উচিত নয়। কোন কোন আলেমের মতে, যদি আদেশ দাতা তামাত্তু পালনের অনুমতি প্রদান করেন, তবে তা আদায় করতে পারেন।– হজ্জ ও মাসায়েল

বদলী হজ্জের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ عَنْ فلانٍ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ عَنْ فلانٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি-উরিদুল হাজ্জা আন ফোলান .....নাম..... (যার পক্ষে করবেন) ফা ইয়াছছিরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু আন ফোলান .....নাম..... (যার পক্ষে করবেন)।"

[তাওয়াফের নিয়তের সময় হজ্জের বদলে তাওয়াফ এবং সাঈ'র নিয়তের সময় হজ্জের বদলে সাঈ বলবেন।]

বদলী হজ্জকারী যে হজ্জ পালন করবেন সেই হজ্জের নিয়মাবলী অনুসরণ করুন। ইহ্রাম, তাওয়াফ, সাঈ, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা, কংকর মারা, তাওয়াফে যিয়ারত ও বিদায়ী তাওয়াফ ইত্যাদি সকল বিষয়গুলোই পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ৩২-৪১ পৃষ্ঠা।

এক নজরে পবিত্র উমরাহ্ পালন

তারিখ	বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ
উমরা সম্পাদন	বাংলাদেশ থেকে অথবা মিকাতে পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধার জন্য গোফ, চুল, নখ, নাক, বগল ও নাভীর নিচ পরিষ্কার করে অযু-গোসল করবেন। ইহ্রামের কাপড় পরিধান করে ইহ্রামের দুই রাকআত নামাজ পড়বেন। উমরাহ্র নিয়ত করে ৩ বার তালবিয়া পড়ে মুনাজাত করবেন। মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরাহ্ আদায়ের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে, মাকামে ইব্রাহীমে তাওয়াফের নামায পড়ে সাফা-মারওয়া দৌড়ায়ে মাথা মুন্ডায়ে হালাল হবেন। উমরাহ্ শেষ হলো। যখন মক্কা শরীফ অবস্থান করবেন তখন যত বেশী পারেন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবেন ও উমরাহ্ আদায় করবেন।

এক নজরে পবিত্র হজ্জে তামাত্তু পালন

তারিখ	মক্কা শরীফ - মিনা - আরাফাত - মুযদালিফা - মক্কা শরীফ
উমরা সম্পাদন	বাংলাদেশ অথবা মীকাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরাহ্ আদায় করবেন। উমরাহ্ আদায়ের নিয়ম-কানুন দেখুন ১২-৩১ পৃষ্ঠা। মক্কা শরীফ অবস্থানকালে যত বেশি পারেন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবেন ও উমরাহ্ আদায় করবেন। ।
৮ই যিলহজ্জ	গোসল বা অযু করে ইহ্রামের দুই রাকআত নামায পড়ে, হজ্জের নিয়ত করে, উচ্চস্বরে তিন বার তালবিয়া পাঠ করুন তারপর সময় সুযোগে তাওয়াফ করুন, মিনার পথে যাত্রা শুরু করুন। যোহরের পূর্বেই মিনায় পৌঁছে অবস্থান করবেন।

৯ই যিলহজ্জ	ফজর থেকে তাকবীর পড়া শুরু করবেন। সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে রওয়ানা করে সূর্য হেলার পূর্বেই আরাফাতে পৌঁছবেন। মসজিদে নামিরায় জামাআতে একত্রে যোহর ও আসর আদায় করুন। সম্ভব না হলে তাঁবুতে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসরের ওয়াক্তে আসর আদায় করুন। অবশ্যই আরাফাত মাঠের সীমানার মধ্যে অবস্থান করুন। আরাফাত হতে সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে যাত্রা করুন। মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করুন। মুযদালিফা হতে জামরাতে নিক্ষেপের জন্য ৭০টি কংকর সংগ্রহ করুন। অবশ্যই মুযদালিফায় সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অবস্থান করুন। ঠিক সূর্য উঠার আগ মুহূর্তে মিনার পথে যাত্রা করুন।
১০ই যিলহজ্জ	**মিনায় পৌঁছে পাথর মারার পূর্ব মুহূর্তেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করুন,** জামারা আল-আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করুন, কুরবানী করুন, মাথা মুন্ডন বা চুল ছাঁটুন, গোসল করুন, ইহ্‌রাম ছেড়ে স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করুন। মক্কা শরীফ পৌঁছে তাওয়াফে যিয়ারত করুন, মাকামে ইব্রাহীমে নামায আদায় করুন, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করুন। মিনায় ফিরে আসুন।
১১ই যিলহজ্জ	মিনায় অবস্থান করুন। তিন জামরাতে ক্রমানুসারে– (জামরাত আল-উলা, জামরাত আল-উস্‌তা, জামরাত আল-আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করুন।
১২ই যিলহজ্জ	তিন জামরাতে ক্রমানুসারে কংকর নিক্ষেপ করুন। সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করুন।
বিদায়	মক্কা শরীফ ত্যাগের সময় বিদায়ী তওয়াফ করুন।

এক নজরে পবিত্র হজ্জে ইফরাদ পালন

তারিখ	মক্কা শরীফ - মিনা - আরাফাত - মুযদালিফা - মক্কা শরীফ
বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ	বাংলাদেশ অথবা মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছে বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম) করবেন । সাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। তাওয়াফ ও সাঈ'র নিয়ম দেখুন ২১-৩০ পৃষ্ঠা। ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়ই মক্কা শরীফ অবস্থান করবেন। **কোন উমরাহ্ পালন করবেন না**। যত বেশী পারেন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবেন।

৮ই যিলহজ্জ	আপনি ইহ্রাম অবস্থায় আছেন। ঐ অবস্থায়ই ৮ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযের পর মিনায় উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।
পরবর্তী কার্যাবলী	৯, ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জে 'তামাত্তু হজ্জের' যাবতীয় কার্যাবলী হুবহু পালন করবেন। হজ্জের কার্যালবী দেখুন ৩৪-৩৯ পৃষ্ঠায়। উল্লেখ্য, ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীর কুরবানী করা ঐচ্ছিক। আর যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে থাকেন তাহলে সাঈ করবেন না।
বিদায়	মক্কা শরীফ ত্যাগের সময় বিদায়ী তওয়াফ করুন।

এক নজরে পবিত্র হজ্জে কিরান পালন

তারিখ	মক্কা শরীফ - মিনা - আরাফাত - মুযদালিফা - মক্কা শরীফ
বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ	বাংলাদেশ অথবা মীকাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছে বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করবেন। সাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। এরপর তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করুন (সুন্নাত)। তাওয়াফ ও সাঈ'র নিয়ম দেখুন ২১-৩০ পৃষ্ঠা। ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায়ই মক্কা শরীফ অস্থান করবেন। **কোন উমরাহ্ পালন করবেন না**। যত বেশী পারেন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবেন।
৮ই যিলহজ্জ	আপনি ইহ্রাম অবস্থায় আছেন। ঐ অবস্থায়ই ৮ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।
পরবর্তী কার্যাবলী	৯, ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ কিরান হজ্জ আদায়কারী 'তামাত্তু হজ্জের' যাবতীয় কার্যাবলী হুবহু পালন করবেন। হজ্জের কার্যাবলী দেখুন ৪০-৪১ পৃষ্ঠায়। **উল্লেখ্য, কিরান হজ্জ আদায়কারী কুরবানী করবেন।**
বিদা য়	মক্কা শরীফ ত্যাগের সময় বিদায়ী তওয়াফ করুন।

জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পালনে ফিক্হশাস্ত্রবীদগণ কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণে বিধি-বিধানসমূহ কায়েম করেছেন যা অবশ্যই পালনীয়। যেমন– সালাত-নামায কায়েম করার নির্দেশ। এটা পালনে বাইরে ৬টি এবং ভিতরে ৭টি মোট ১৩টি ফরয নির্ধারিত। এর মধ্যে প্রথমই হলো- অযু ও গোসল সাপেক্ষে শরীর পাক হওয়া। পাক হওয়ার জন্য অযু সম্পাদনে রয়েছে ৪টি ফরয, তায়াম্মুমে ৩টি ফরয এবং গোসলে ৩টি ফরয মোট ১০টি ফরয। অথচ নামায আদায়ে শরীর পাক হওয়া ১টি ফরয মাত্র। তেমনিভাবে পবিত্র হজ্জ-উমরাহ্ সম্পাদনে বেশ কিছু বিধান পালন করতে হয়, যা এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে লেখা সম্ভব হলো না। এ কারণেই এর একটি ছক দেখানো হলো, যাতে সচেতন হাজী ভাই-বোনেরা জেনে-শুনে সতর্কতার সাথে হজ্জ-উমরাহ্ পালন করতে পারেন।

এক নজরে হজ্জ-উমরাহ্র মাসআলা	
ইহ্রাম	শর্ত ২টি, ওয়াজিব ২টি, সুন্নাত ৯টি, মুস্তাহাব ১০টি ও নিষিদ্ধ বিষয় ৮টি।
তাওয়াফ	আরকান ৩টি, শর্ত ৬টি, ওয়াজিব ৮টি, সুন্নাত ১০টি, মুস্তাহাব ১২টি, নিষিদ্ধ বিষয় ৯টি ও মাকরূহ ১৫টি।
সাঈ	রুকন ১টি, শর্ত ৬টি, ওয়াজিব ৬টি, সুন্নাত ৯টি, মুস্তাহাব ৫টি ও মাকরূহ ৬টি।
আরাফাতে অকুফ (অবস্থান)	রুকন ১টি, শর্ত ৪টি, সুন্নাত ৫টি, মুস্তাহাব ১৭টি ও মাকরূহ ৯টি।
ক্ষৌর কার্য	শর্ত ১টি, ওয়াজিব ১টি।
তাওয়াফে যিয়ারত	শর্ত ৯টি, ওয়াজিব ৬টি।

হাজী ভাই-বোনদের হজ্জ-উমরাহ্র বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল জানা একান্ত প্রয়োজন। **হজ্জ-উমরাহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অধম লেখকের "হাজ্জু বাইতিল্লাহ্ যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" কিতাবখানা পাঠের অনুরোধ রইলো।**

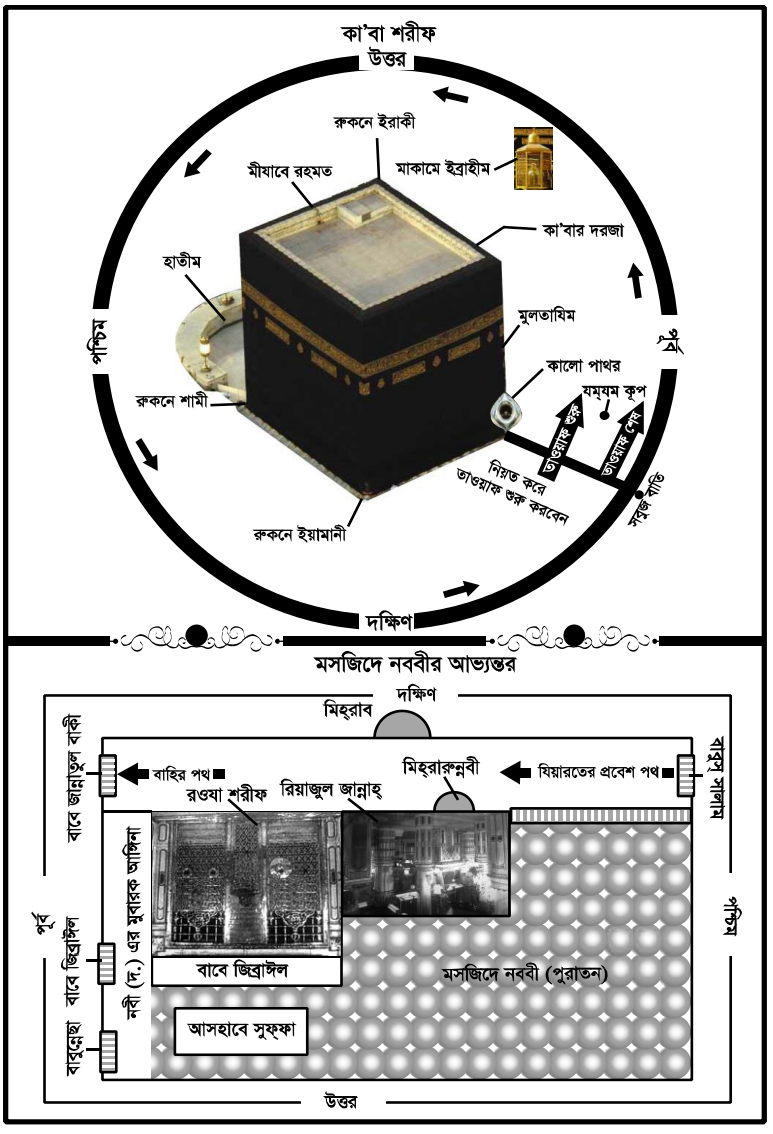

কা'বা শরীফ

মসজিদে নববীর আভ্যন্তর

বিশেষ নির্দেশীকা

মক্কা মুয়ায্যমায় হারাম শরীফে ভীড় এড়িয়ে ইবাদতের সময়–

হাজরে আসওয়াদ, হাতীম, মীযাব, মুলতাজিম, মাকামে ইব্রাহীম, রুকনে ইয়ামানী ও সাফা-মারওয়া ইত্যাদি পবিত্র স্থানসমূহে ভীড় এড়িয়ে ইবাদতের সহজ সময় হলো–

১) সূর্য উদয়ের কিছু সময় পর, যখন সকলে বিশ্রাম ও নাস্তা করার জন্য চলে যায়।

২) সকাল ১০:০০ ঘটিকার পর।

৩) ইশার জামাআত শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর। এ সময় লোকজনের ভীড় কম থাকে। তখন সেখানে সহজভাবে, আরামে বসতে পারবেন, ইবাদত করতে পারবেন।

৪) মসজিদে হারামের মধ্যে জুম'আর নামাযে জায়গা পেতে হলে সকাল ১০:০০ টা ১০:৩০ ঘটিকার মধ্যে প্রবেশ করলে ভালো হয়।

মদীনা মুনাওয়ারায় বরকতপূর্ণ স্থানে ভীড় এড়িয়ে ইবাদতের সময় ঃ

প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা মুবারকে সালাম, রিয়াজুল জান্নাহ্, সাত স্তম্ভ, বাবে জিব্রাঈল, আসহাবে সুফ্ফা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরের আঙ্গিনায় প্রবেশ ও ইবাদতের সহজ সময় হলো–

১) সকালে মহিলাদের যিয়ারতের পর আনুমানিক ১০:৩০ মিনিটের পরে।

২) বিকালে মহিলাদের যিয়ারতের পর পর ৩:১৫ মিনিটের সময়।

৩) রাত ১২:০০ ঘটিকার পর। উক্ত তিন সময় বাহির থেকে বাবে জিব্রাঈল গেট খুললেই বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করতে হবে।

৪) মসজিদে নববীর মধ্যে জুম'আর নামাযে জায়গা পেতে হলে সকাল ১০:০০ টা থেকে ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে প্রবেশ করলে ভালো হয়।

স্মরণ রাখবেন, মদীনা শরীফ খাদেমদের কাছে মহিলাদের যিয়ারতের সময় জেনে নিতে হবে।

হজ্জ ও উমরাহ্য় পুরুষ ও মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা		
নং	বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
০১	কুরআন শরীফ/অজিফা/হজ্জের কিতাব/ ছবকের বই	প্রয়োজন মতো
০২	ইহরামের কাপড়/মহিলাদের জন্য বোরখা ইত্যাদি	সাদা ৫ হাত ২টা ও ৬ হাত ২টা
০৩	হালকা জায়নামায	১টি
০৪	স্যান্ডেল, জুতা (পছন্দমতো) ও মৌজা	১ জোড়া করে
০৫	লুঙ্গি / স্যালোয়ার-কামিজ-ওড়না	২টি করে
০৬	গেঞ্জি, পাঞ্জাবী ও পায়জামা	২টি করে
০৭	টুপি / চুলের ঢাকনী	২টি করে
০৮	গামছা, সুয়েটার ও মাফলার	১টি করে
০৯	আয়না, চিরুনি, ছোট কাঁচি, ব্লেড ও রেজার	১টি করে
১০	পেষ্ট, ব্রাশ, সূই-সুতা ও সুতার রশি ২টি টুকরা	১টি করে
১১	ভেজলিন / ক্রিম ও সাবান (সুগন্ধি মুক্ত)	১টি করে
১২	প্লেট, বাটি, চামচ ও গ্লাস	১টি করে
১৩	নোট বুক, কলম, ঘড়ি, চশমা ও ছাতা (হোল্ডিং)	১টি করে (চশমা ২টি)
১৪	কোমর বেল্ট ও ছোট স্ক্রু ড্রাইভার (মাথা চিকন)	১টি ও ১০ গজ
১৫	টয়লেট পেপার ও তাইয়াম্মুমের মাটি	৩টি ও ১টি
১৬	ছোট ব্যাগ ও বড় ব্যাগ	১টি করে
১৭	তৈল, চকলেট ও শুকনো কিছু খাবার	প্রয়োজন মত
১৮	ঔষধ ও খাবার স্যালাইন (সফরের পূর্ণ সময়ের জন্য)	প্রয়োজন মত
১৯	মহিলাদের মাসিক বন্ধের ঔষধ (যদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়) হজ্জ সফরের এক মাস পূর্বে সেবন করতে হয়।	প্রয়োজন মত

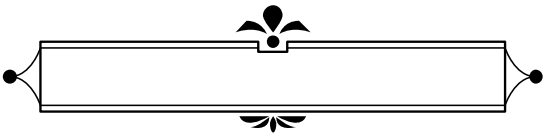

জান্নাতুল মুয়াল্লা ঃ

মসজিদুল হারাম থেকে উত্তর দিকে আনুমানিক দুই কিলোমিটার দূরে এ কবরস্থান। এখানে হযরত খাদিজা (রাঃ), দাদা হযরত আবদুল মোত্তালিব, চাচা আবূ তালেব, পুত্র হযরত কাসেম (রাঃ)-সহ অনেক সাহাবীর (রাঃ) রওযাপাক অবস্থিত।

মক্কা মুকার্‌রমাহ্ ও মিনার মসজিদসমূহ ঃ

মসজিদুল হারাম ছাড়াও মক্কা মুকার্‌রমাহ্ এবং এর আশপাশে আরো যিয়ারত করার অনেক মসজিদ রয়েছে। সেইগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ঃ

১) মসজিদে খায়েফ, ২) মসজিদে নামিরাহ্, ৩) মসজিদে মাশআরুল-হারাম, ৪) মসজিদে তানঈম-আয়েশা, ৫) মসজিদে জিইরানা, ৬) মসজিদে জ্বিন, ৭) মসজিদে জাবালে আবি কুবাইস, ৮) মসজিদে রায়াহ্, ৯) মসজিদে গনম বা মসজিদুল ইজাবাহ্, ১০) মসজিদে যি-তুয়া, ১১) মসজিদে আকাবা, ১২) মসজিদে দারুন্নাহর, ও ১৩) মসজিদে কাবাশ ।

মসজিদুল হারামের নিকটে মিসফালাহ্ হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত হামজা (রাঃ) এর বাড়ি ছিল। পরবর্তীতে উভয় স্থানে দুটো মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এখানে মক্কা টাওয়ার এবং ঘড়ি টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

মক্কা শরীফের পবিত্র পাহাড়সমূহ ঃ

১) জাবালে নূর, ২) জাবালে সূর, ৩) জাবালে রহমত, ৪) সাফা ও মারওয়া পাহাড় ও ৫) জাবালে আবি কুবাইস।

মক্কা শরীফ দু'আ কবুলের স্থান			
নং	স্থান	নং	স্থান
০১	বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে প্রথম চোখ পড়ার সময়	০২	মাতাফ (তাওয়াফের স্থান)
০৩	মুল্‌তাজিম	০৪	মিজাবে রহমত
০৫	মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে	০৬	হাতীমের মধ্যে
০৭	রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যে	০৮	দরজা সোজা বিস্তৃত স্থান
০৯	যমযম কূপের নিকট	১০	সাফা পাহাড়ের উপর
১১	মারওয়া পাহাড়ের উপর	১২	সাঈ করার স্থানে, বিশেষভাবে সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান
১৩	মসজিদে খায়েফ ও মিনা ময়দান	১৪	আরাফাতের ময়দান
১৫	জাবালে রহমত	১৬	মুযদালিফার নিকট
১৭	জামারার নিকট	১৮	জাবালে নূর
১৯	জাবালে সাওর	২০	জান্নাতুল মুয়াল্লা
২১	মসজিদে কাবাশ	২২	মসজিদে মাশ্‌য়ারেল হারাম
২৩	মসজিদে রায়াহ	২৪	মসজিদে জ্বিন
২৫	মসজিদে গনম বা ইজাবাহ্	২৬	মসজিদে যি-তুয়া
২৭	মসজিদে নামিরা	২৮	মসজিদে জাবালে আবি কুরাইস
২৯	মসজিদে আকাবাহ্	৩০	মসজিদে দারুন্নাহার
৩১	মাওলুদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	৩২	দারে আরকাম (রাঃ)
৩৩	গারে হেরা	৩৪	মসজিদে জিরানা

মক্কা শরীফে করণীয় নেক আমল ঃ

১। পবিত্র হজ্জ ও উমরাহ্ আদায় করা।

২। প্রাণের নবিজীর নামে, নিজ পীরের নামে, মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবের নামে উমরাহ্ সম্পাদন করা বা তাওয়াফ করা।

৩। মক্কা শরীফ অবস্থানের সময় বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো উমরাহ্ আদায় বা বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করা।

৪। বুক ভরা আশা নিয়ে মালিকের বাড়ী এসেছেন। বিনা প্রয়োজনে সময় নষ্ট না করে যত বেশি সম্ভব হারাম শরীফেই ইবাদত করে সময় কাটাবেন। বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদত। জীবনের তৃষ্ণা মিটে যাবে, অনন্য প্রশান্তিতে হৃদয় ভরে যাবে।

৫। নামাযের তালিকা দেখে বিভিন্ন নামায আদায় করা।

৬। সম্ভব হলে কুরআন শরীফ খতম করা বা যথাসাধ্য তিলাওয়াত করা, সূরা ইয়াছিন, সূরা আর্‌রহমান, সূরা মুলক্, সূরা দুখান, সূরা মুজাম্মিল, সূরা ওয়াকিয়া, দরূদে তাজ, দরূদে লাখি ইত্যাদি পড়া।

৭। সকাল সন্ধ্যা অযিফা ও যিক্‌র-আযকার আদায় করা।

৮। সম্ভব হলে ২/১টি রোজা রাখা।

৯। কিছু হাদিয়া করা। (পবিত্র কুরআনুল কারীম এবং বাইতুল্লাহ্ শরীফ ও মসজিদে নববী শরীফে নিয়োজিত খাদেমগণকে হাদিয়া প্রদান করা যেতে পারে।)

১০। বেশি বেশি তওবা করা, যিক্‌র-আযকার করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা ইত্যাদি।

বিভিন্ন নামায

১। হারাম শরীফে জামাআতের সাথে ফরয নামায আদায়ের চেষ্টা করা।

২। কাযা নামায থাকলে তা আদায় করা।

৩। সুন্নাত নিয়তে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা।

৪। সুন্নাত নিয়তে ইশরাক নামায আদায় করা।

৫। সুন্নাত নিয়তে চাশত/দোহা নামায আদায় করা।

৬। সুন্নাত নিয়তে যাওয়ালের (সূর্য হেলার পরে) নামায আদায় করা।

৭। আসর ও ইশার নামাযে ফরযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করা।

৮। সুন্নাত নিয়তে আওয়াবিন নামায আদায় করা।

৯। সুন্নাত নিয়তে দুখুলুল মসজিদ নামায আদায় করা।

১০। সুন্নাত নিয়তে তাহিয়্যাতুল অযু নামায আদায় করা।

১১। সুন্নাত নিয়তে সালাতুত্ তাসবীহ্ আদায় করা।

১২ । কাফ্ফারাতুল বাউল নামায আদায় করা ।

১৩ । সালাতুত্ তওবা আদায় করা ।

১৪ । সালাতুশ্ শোক্র আদায় করা ।

১৫ । সালাতুল হাজত আদায় করা ।

১৬ । আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য নফল নামায আদায় করা ।

১৭ । প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে, নিজ পীর-মুর্শিদ, মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবের নামে নফল নামায আদায় করে বক্শিয়া দেয়া । এমন কি দু'দু' রাকআত নফল নামায আদায় করে সকল নবী (আঃ)-গণের খিদমতে, সকল ফিরিশতা (আঃ)-গণের খিদমতে, এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজন, মাতৃকূল, পিতৃকূল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল উম্মতের খিদমতে বক্শিয়ে দেয়া । এ আমল পরকালের উপকারের জন্য অতীব জরুরী ।

সুন্নাত / নফল নামাযের নিয়ত ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতাই সালাতিল ..... নামাযের নাম ..... সুন্নাতু রসূলুল্লাহ্ তা'য়ালা /নফলি মুতাওয়াযিহান ইলা যিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

মদীনা মুনাওয়ারা

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের জাহেরী ও বাতেনী গুরুত্ব ঃ

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), হযরত ইমাম মালেক (রাঃ), ও হযরত ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এই তিন ইমামের মতে শহর হিসাবে মক্কা শহর মদীনা থেকে উত্তম । কেননা, আল্লাহ্পাক 'সূরা বালাদ'-এ মক্কা শহরের শপথ করেছেন ।

আল্লাহ্রই ঘর খানায়ে কা'বা, হাজরে আসওয়াদ, যমযম, সাফা-মারওয়া, মাকামে ইব্রাহীম, মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাত সবকিছুই মক্কা শরীফে অবস্থিত । প্রাণের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এখানেই জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন এমনকি এখানেই জীবনের ৫৩ টি বৎসরই অতিবাহিত করেন ।

হযরত ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) এর মতে মদীনা শহরই উত্তম। তাঁর যুক্তি হলো– মক্কাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থানের কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কা শহরের শপথ করেছেন।– (সূরা বালাদ-এ)। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ হুকুমেরও পরিবর্তন হওয়া যুক্তিযুক্ত।– জযবুল কুলুব

মদীনা শরীফকে মহব্বত করা উচিত–

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সফর হতে আগমনকালে মদীনার প্রাচীর দেখলে আপন সওয়ারীর উটকে তাড়া করতেন আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচ্চরে থাকতেন ওটাকে নাড়া দিতেন মদীনার মহব্বতের কারণে। – বুখারী শরীফ

মসজিদে নববীতে নামাযের ফজিলত–

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদুল আকসায় এক নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান এবং মসজিদুল হারামে এক নামায এক লক্ষ নামাযের সমান।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায–

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি আমার মসজিদে জামআতের সাথে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং একটি নামাযও বাদ দিবে না, তার জন্য দোযখ হতে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে; আর আযাব ও নিফাক হতেও মুক্তি লিখে দেয়া হবে।"

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ইন্তেকালকারীকে সুপারিশ করবেন–

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন তাতে মরে। কেননা, যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব। – মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফ

রওযা শরীফ যিয়ারত ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ ـ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ (مِشْكٰوة)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পন্ন করলো এবং আমার পরলোকগমণের পর আমার রওযা (শরীফ) যিয়ারত করলো, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করলো।"– মিশকাত শরীফ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ

"যে ব্যক্তি আমার রওযা (শরীফ) যিয়ারত করলো, আমার ওপর তার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।"– দারে কুতনী

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "মক্কা থেকে মদীনা উত্তম।" – তাবরানী শরীফ, জযবুল কুলুব ও মাওয়াহিব

হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) বলেছেন– "হিযরতের পূর্বে মক্কা শরীফ ছিল উত্তম। হিযরতের পর মদীনা শরীফই এখন উত্তম। নবীজীর অবস্থানের কারণেই মদীনা শরীফের ফযিলত বেশী।" – জযবুল কুলুব

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে– আইনের চোখে যাই হোক না কেন, প্রেমের চোখে কিন্তু মদীনার মূল্যই আলাদা। প্রেমিকজনের কাছে প্রেমাষ্পদের শহরই সর্বোত্তম।

মদীনাতে হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাম করছেন। সুতরাং প্রেমিকজনের দিলের কা'বা হচ্ছে মদীনা। "মক্কা হচ্ছে কপালের কা'বা আর মদীনা হচ্ছে ক্বলবের কা'বা (খাজা আজমেরী)।" সত্যি বলতে কি– "কা'বারও কা'বা হচ্ছে সোনার মদীনা।"

জনৈক কবি বলেন– "আমাদের মুখ কা'বার দিকে, কিন্তু কা'বার মুখ মদীনার দিকে। সত্যিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন কা'বারও কা'বা।"

মক্কা মুকার্‌রমা হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় মাতৃভূমি, আর মদীনা মুনাওয়ারা হলো আল্লাহর প্রিয় হাবীবের রওযা ভূমি। আমাদের আক্বিদা হলো ফতোয়ায়ে শামী বর্ণিত ফতোয়া এবং তাবরানী বর্ণিত হাদীস শরীফ।

রওযা শরীফে সালাম পেশ করার নিয়ম

রওযা শরীফে নিম্নোক্তভাবে সালাম পেশ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرًا جَزَاكَ اللهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ مَا جَزٰى بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ ۨ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্। আস্সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্। আস্সালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খাল্কিল্লাহ্। আস্সালামু আলাইকা ইয়া খাইরাতাল্লাহি মিন্ জামীই খাল্কিল্লাহি আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদা উল্দি আ-দামা আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ইয়া রাসূলাল্লাহি ইন্নী আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু ওয়াআশ্হাদু আন্নাকা আবদুহু ওয়ারাসূলুহু ওয়াআশ্হাদু আন্নাকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ক্বাদ্ বাল্লাগ্তার রিসালাতা ওয়াআদ্দাইতাল্ আমানাতা ওয়ানাসাহ্তাল্ উম্মাতা ওয়া-কাশাফ্তাল্ গুম্মাতা ফা জাযাকাল্লাহু আ'ন্না খাইরান্ জাযাকাল্লাহু আ'ন্না আফযালা ওয়াআকমালা মা জাযা বিহী নাবিয়্যান্ আন্ উম্মাতিহী। আল্লাহুম্মা আ-তিহিল্ অছীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফীয়াতা ওয়াবআস্হুল মাক্বামাল্ মাহ্মুদানিল্লাযী ওয়াআত্তাহু ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল্ মী'আদ্ ওয়াআনযিল্হুল্ মানযিলাল্ মুক্বাররাবা ইন্দাকা ইন্নাকা সুবহানাকা যুল্ফাযলিল্ আযীম্।"

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উসিলায় দু'আ করবেন এবং নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে শাফায়াতের আবেদন জানাবেন–

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللهِ فِىْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلى مِلَّتِكَ وَ سُنَّتِكَ

"ইয়া রসূলাল্লাহি আস্আলুকাশ্ শাফায়াতা ওয়া আতাওয়াস্সালু বিকা ইলাল্লাহি ফী আন্ আমূতা মুস্লিমান্ আলা মিল্লাতিকা ওয়া সুন্নাতিকা।"

সালাম পাঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।"

যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে সালাম পেশ করার জন্য বলে থাকেন, তা হলে ঐ ব্যক্তির সালামও আপনার সালামের পর এভাবে নিবেদন করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ(ة) فُلَانٍ يَّسْتَشْفِعُ بِكَ اِلى رَبِّكَ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্ মিন (নাম) ইয়াসতাশফিউ বিকা ইলা রব্বিকা।"

আর যদি অনেক লোকে সালাম পেশ করার জন্য বলে থাকেন; আর তাদের নাম মনে না থাকে, তা হলে সবার পক্ষ হতে এভাবে সালাম নিবেদন করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ مَنْ اَوْصَانِىْ بِالسَّلَامِ عَلَيْكَ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্ মিনজামিয়ে মান আওসানী বিস্সালামি আলাইকা।"

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাম পাঠ করার পর ডান দিকে এক হাত সরে এসে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর চেহারা মুবারক বরাবর দাঁড়াবেন এভাবে সালাম নিবেদন করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ وَثَانِيَهٗ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهٗ فِى الْاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهٗ عَلَى الْاَسْرَارِ اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রসূলিল্লাহি ওয়া সানিয়াহু ফিল্গারি ওয়া রাফীক্বাহু ফিল্ আস্ফারি ওয়া আমীনাহু আলাল্ আস্রারি আবা বাক্রিনিস্ সিদ্দীক্বি জাযাকাল্লাহু আ'ন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্ খাইরা।"

তারপর এক হাত আরো ডান দিকে সরে এসে হযরত উমর (রাঃ)-এর চেহারা মুবারক বরাবর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম নিবেদন করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ الَّذِىْ اَعَزَّ اللهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَّمَيِّتًا جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল্ মু'মিনীনা উমারাল্ ফারুক্কিল্লাযী আআ'যযাল্লাহু বিহিল্ ইসলামা ইমামাল্ মুসলিমীনা মারযিয়্যান্ হাইয়্যান্ ওয়া মাইয়্যিতান্ জাযাকাল্লাহু আ'ন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্ খাইরান্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

সালাম নিবেদন করার পর এই কথাগুলি উচ্চারণ করা উত্তম–

يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى سُبْحَانَهٗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا فَجِئْتُكَ ظَالِمِيْنَ لِاَنْفُسِنَا مُسْتَغْفِرِيْنَ مِنْ ذُنُوْبِنَا فَاشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا وَاسْئَلُهُ اَنْ يُّمِيْتَنَا عَلٰى سُنَّتِكَ وَاَنْ يَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِكَ

"ইয়া রসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ক্বাদ্ কালাল্লাহু তা'আলা সুবহানাহু ওয়ালাও আন্নাহুম্ ইয্ যালামু আন্ফুসাহুম জা-উকা ফাসতাগ্ফারুল্লাহা ওয়াস্তাগ্ফারা লাহুমুর-রাসূলা লা ওয়াজাদুল্লাহা তাওয়্যাবার্ রাহীমা। ফাজি'নাকা যালিমীনা লিআন্ফুসিনা মুসতাগ্ফিরীনা মিন্ যুনূবিনা ফাশ্ফা' লানা ইলা রাব্বিনা ওয়াস্আল্হু আন্ য়ুমীতানা আলা সুন্নাতিকা ওয়া আন্ ইয়াহ্শুরানা ফী যুমরাতিকা।"

অতঃপর নিজের জন্য এবং অন্যান্য সকলের জন্য দু'আ করবেন।

ফিরিশতাদের খিদমতে সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِنَاجِبْرَائِيْلُ(عا) ،اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِنَا مِيْكَائِيْلُ (عا) ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِنَا اِسْرَافِيْلُ (عا) ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِنَا عَزْرَائِيْلَ (عا) ،اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللّٰهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ كَافَّةً عَامَّةً اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদিনা জিব্রাঈল (আঃ), আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদিনা মীকাঈল (আঃ), আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদিনা ইসরাফীল (আঃ), আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদিনা আযরাঈল (আঃ), আস্সালামু আলাইকা ইয়া মালায়িকা-তাল্লাহিল মুকাররাবীনা মিন আহলিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদীনা কাফ্ফাতান আম্মাতান, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জান্নাতুল বাকী যিয়ারত

জান্নাতুল বাকী'তে প্রবেশ করে পাঠ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"আস্সালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমিম্ মু'মিনীনা ফাইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুনা আল্লাহুম্মাগফিরলি আহলিল বাকী'ইল গারক্বাদি আল্লাহুম্মাগফিরলানা ওয়ালাহুম।"

অতঃপর যেসব লোকের মাযারের চিহ্ন জানা আছে তাদের যিয়ারত করবেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপরে এভাবে সালাম নিবেদন করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَاالنُّوْرَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ الْقُرْاٰنِ بَيْنَ الدُّفَّتَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَبُوْرًا عَلَى الْاَكْدَارِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيْدَ الدَّارِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

"আসসালামু আলাইকা ইয়া ইমামাল মুসলিমীনা আসসালামু আলাইকা ইয়া ছালিছাল খুলাইফাইর রাশিদীনা আসসালামু আলইকা ইয়া জান-নুরাইন। আসসালামু আলাইকা ইয়া মুজাহহিযা জাইশিল উসরাতি বিন্নাক্বদি ওয়াল আইনি। আসসালামু আলাইকা ইয়া সহিবাল হিজরাতাইনি আসসালামু আলাইকা ইয়া জামিয়াল কুরআনি বাইনাদ দুফফাতাইনি। আসসালামু আলাইকা ইয়া সবুরান আলাল আকদারি। আসসালামু আলাইকা ইয়া শাহীদাদ্দারী। আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতাহু।"

জান্নাতুল বাকীর নক্‌শা (মদিনা শরীফ)

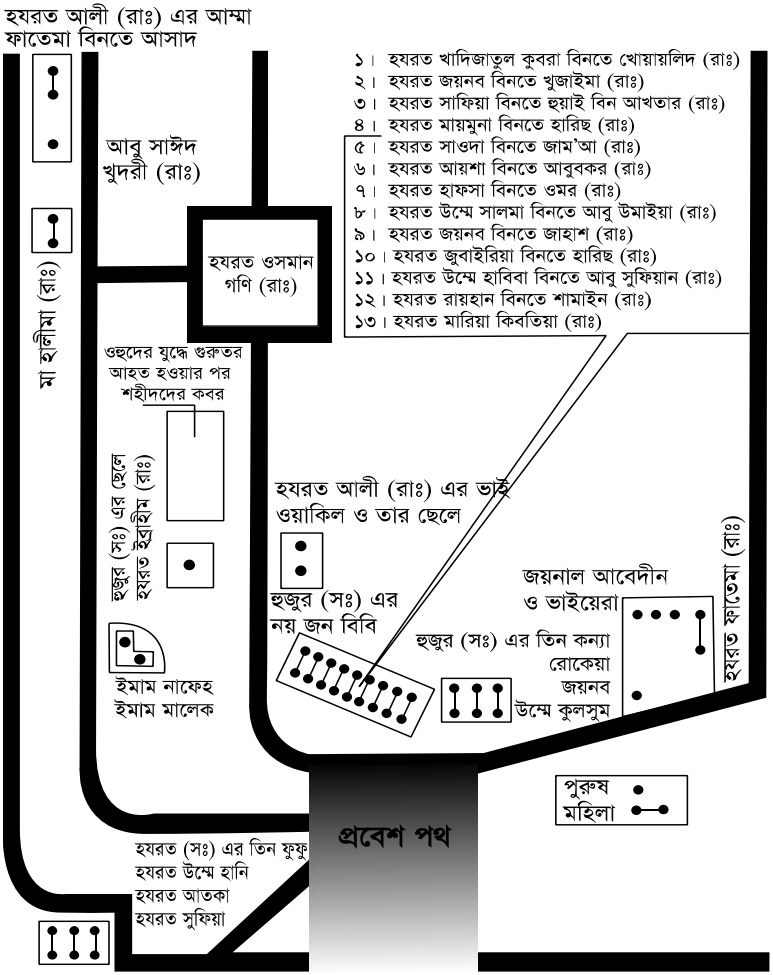

শোহাদায়ে উহুদের যিয়ারত

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "উহুদ আমাকে ভালোবাসে এবং আমি উহুদকে ভালোবাসি। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "তোমরা যখন উহুদ পর্বতে আস, এর বৃক্ষ থেকে ফলমূল খাও– যদিও কাঁটাযুক্ত বৃক্ষই হোক।" হিজরী তৃতীয় সালে উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাজান হযরত হামযা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ), হযরত মাছ'আব বিন উমাইর (রাঃ), হযরত হানজালাহ (রাঃ), হযরত আবু দাজানা (রাঃ) এবং অন্যান্য মোট ৭০ (সত্তর) জন সাহাবী শহীদ হন। তাঁদের মাযারগুলো উহুদ প্রান্তরে অবস্থিত। এখানে এভাবে সালাম পেশ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ نَبِيِّ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ حَبِيْبِ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ الْمُصْطَفٰى، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ وَيَااَسَدَ اللّٰهِ، وَيَا اَسَدَ رَسُوْلِهٖ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ يَا سُعَدَاءُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءَ اُحُدٍ كَافَّةً عَامَّةً وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত ঃ

'যিয়ারত' অর্থ সাক্ষাৎ করা, দেখা করা ইত্যাদি। মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাত ও সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গমন করে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, দু'আ-দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে এর সাওয়াব কবরবাসীকে দান

করাই হলো কবর যিয়ারত। কবর যিয়ারতের মাধ্যমে সাওয়াব দান করা হলে তা কবরবাসী পেয়ে থাকেন এবং কবরের আযাব হালকা হয়, এতে কবরবাসী আনন্দিত হন।

কুরআন শরীফের আলোকে যিয়ারত ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۚ

"(হে হাবীব!) আপনি তাদের (মুনাফিকদের) কারো মৃতের উপর কখনো জানাযার নামায পড়বেন না, কখনো তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।"– কুরআন (৯ঃ৮৪)।

উক্ত আয়াতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে ও কবরের পাশে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের জানাযা পড়াতেন এবং তাদের কবর পাশে দাঁড়াতেন ও যিয়ারত করতেন।

হাদীস শরীফের আলোকে কবর যিয়ারত ঃ

০১। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর জানাযায় হাযির হলাম। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জানাযা পড়ার পর তাঁকে যখন কবরে রাখা হল ও মাটি সমান করে দেয়া হলো, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে (দীর্ঘ সময়) আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করলেন; আমরাও তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় তসবীহ্ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন। আমরাও (তাঁর সাথে) তাকবীর বললাম। এসময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– হুজুর! কেন আপনি এরূপ তসবীহ্ ও তাক্বীর বললেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– এই নেক ব্যক্তির পক্ষে তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (অতএব, আমি এরূপ করলাম) এতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।– মুসানাদে আহ্মদ, মিশকাত শরীফ

০২। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসিন পাঠ করতঃ তার সওয়াব কবরবাসীকে দান করবে, আল্লাহ্পাক কবরবাসীদের আযাব হালকা করে দিবেন এবং যিয়ারতকারী ঐ কবরস্থানের কবরবাসীদের সমসংখ্যক সাওয়াব পাবেন।"– তাযকিয়াহ্

০৩। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন– "যখন তোমরা কোন কবরস্থানে গমন করবে, তখন সূরা ফাতিহা, সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে সাওয়াব কবরবাসীকে দান করে দিবে। কেননা, এগুলোর সাওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে।"– তাযকিয়াহ্

কবর যিয়ারতের নিয়ম ঃ

প্রথমে কবরের পশ্চিম পার্শ্বে মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে মৃতের দিকে মুখ করে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বেন–

"আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল কুবুরি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি আন্তুম লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহ্নু লাকুম তাবিউন ওয়া ইন্না ইন্শাআল্লাহ্ বিকুম লাহিকুন। ইয়ারহামুনাল্লাহুল মুস্তাকদিমীনা ওয়াল মুস্তাখিরীনা ওয়া ইয়ার হামুনাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমীন।"

তারপর কুরআন শরীফের কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস ১১ বার, সূরা তাকাসূর একবার, সূরা ফালাক্ ও সূরা নাস একবার, তাসবীহ, তাহমিদ, তাহলীল, তাকবীর (যেমন- সুবহানাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার) ৩, ৭ বা ১১ বার এবং দরূদ শরীফ ১১ বার পড়ে মৃতের রূহে বখ্শিয়া দিবে।

সম্ভব হলে সূরা ইয়াসিন, আর-রহমান, মুলক্, মুজ্জাম্মিল ইত্যাদি সূরাসমূহ পাঠ করতে পারেন। অতঃপর তরীকতের দরূদ শরীফের সাথে দরূদে তাজ, দরূদে লাখী, দরূদে হাজারী ইত্যাদি পাঠ করে মুরব্বি কবরবাসীগণের রূহে বখশিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

জানাযার নামায

জানাযার নামায ঃ

মানুষ মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। মৃত্যুর পর মানুষকে দাফন করার পূর্বে মৃতের মাগফিরাত কামনায় যে নামায আদায় করা হয় তাই জানাযার নামায নামে পরিচিত। মুসলিম নর-নারীর নামাযে জানাযায় শরীক হওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। জানাযায় উপস্থিত হওয়াকে মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের অধিকাররূপে গণ্য করা হয়।

শরীয়তে জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। মহল্লাবাসী বা এলাকার কিছু লোক একত্রিত হয়ে জানাযায় শরীক হলে এবং মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনে উপস্থিত থাকলে সকলেই দায়মুক্ত হবে। কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহ্গার হবে।

হারামাইন শরীফে জানাযার নামাযের গুরুত্ব ঃ

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ফরয নামাযের পর পরই (সুন্নতের আগে) জানাযার নামায পড়া হয়ে থাকে।

অতীব আনন্দের সাথে সৌভাগ্য মনে করে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের জানাযায় শরীক হওয়া কর্তব্য। কারণ আপনি একটি অতিরিক্ত ফরয আদায়ের সুযোগ পেলেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপনার আমলনামায় ফরয আদায়ের সারিতে এ নামায জমা হবে, আল-হামদুলিল্লাহ্। স্মরণ রাখবেন, এ নামায নফল নয়, সুন্নাত নয় বরং ফরযে কিফায়া। তাই হেলায় এ সুযোগ হারাবেন না।

কুরআন শরীফের আলোকে জানাযার নামায ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۚ

"(হে হাবীব!) আপনি তাদের (মুনাফিকদের) কারো মৃতের উপর কখনো জানাযার নামায পড়বেন না, কখনো তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।"– কুরআন (৯ঃ৮৪)

হাদীস শরীফের আলোকে জানাযার নামায ঃ

০১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয়ে জানাযার নামায আদায় করলো, তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা পর্যন্ত তার সাথে থাকলো তার জন্য দুই কীরাত পরিমাণ সাওয়াব। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আবু হুরায়রা! কীরাত কি? তিনি বললেন– দুটি বড় পাহাড় সমতুল্য।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

০২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক বা অধিকার রয়েছে। কোন মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা করা, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় উপস্থিত হওয়া, দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা, সাক্ষাৎ হলে সালাম করা, হাঁচি দিয়ে আল্হামদুলিল্লাহ্ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা, উপস্থিত বা অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা।"– বুখারী শরীফ

০৩। জানাযা শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে দু'আ করা ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "যখন তোমরা মৃতের উপর নামায পড়া শেষ করবে অতঃপর মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ করে দু'আ করো।"– আবু দাউদ শরীফ

জানাযার নামাযের রুকন ২টি। যথা–

১। চার বার 'আল্লাহু আকবর' (তাকবীর) বলা;

২। কিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।

জানাযা নামায পড়ার নিয়ম ঃ

আরবী বা বাংলায় নিম্নের নিয়ত করতে হবে–

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ وَ الثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

বাংলায় ঃ "আমি জানাযার ফরযে কিফায়া নামায চার তাকবীরের সাথে কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তিকে দু'আ করার উদ্দেশ্যে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।"

মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে "লিহাযাল" এর স্থলে "লিহাযিহিল" বলতে হবে। এরপর উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলে হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমার মতো হাত বেঁধে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়–

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَائُكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারা কাস্মুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক।"

সানা পড়ার পর পুনরায় হাত না উঠিয়ে তাকবীর বলে নিম্নের দরূদ শরীফ পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি-আ'লা মুহাম্মাদিউ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদিউ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ।

এরপর তাকবীর বলে মৃতের জন্য দু'আ পড়তে হয়। মৃত (পুরুষ বা মহিলা) প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এ দু'আ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

"আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লি হাইয়েনা ওয়া মাইয়েতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়েবিনা ওয়া সাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা

মান্ আহ্-ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্ইহি আলাল্ ইসলামী ওয়া মান্ তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আ'লাল ইমানী বি-রাহ্মাতিকা ইয়া আর-হামার রাহিমীন।"

তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে ইমাম ডানে ও বামে সালাম ফিরাবেন, সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবেন।

মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে হলে নিম্নের দু'আ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَافَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

"আল্লাহুম্মাজ্ আল্হু লানা ফারাতাও্ ওয়াজ্আলহু লানা আজরাও্ ওয়াজুখরাও্ ওয়াজ্আলহু লানা শাফিয়াও্ ওয়া মুশাফ্ফাআ।"

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে হলে নিম্নের দু'আ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَافَرَطًا وَ اجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

"আল্লাহুম্মা আজআল্হা লানা ফারাতাও্ ওয়াজ্আলহা লানা আজরাও্ ওয়াজুখরাও্ ওয়াজ্আলহা লানা শাফিয়াও্ ওয়া মুশাফ্ফাআতা।"

উপরের দু'আ কারো জানা না থাকলে তারা বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

"আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লিল্ মু'মিনিনা ওয়াল্ মু'মিনাতি।"

'হে আল্লাহ! তুমি নারী-পুরুষ মু'মিনদের ক্ষমা করে দাও।' এতো বলতে না পারলে, কেবলমাত্র চার তাকবীর বললেও নামায হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ জ্ঞানের চোখে চেয়ে দেখুন– মুসলিম শিশুর জন্মের পরই তার কানে আযান দেয়া হয়। আমরা কি ভেবেছি, এ আযানের নামায কোথায়? হ্যাঁ, মৃত্যুর পরে জানাযার নামায আছে কিন্তু আযান নেই। বুঝার বিষয় হলো– জীবনের শুরুতে হলো আযান, আর জীবনের শেষে হলো– নামায। মাঝের সামান্য সময়টুকুই হলো– আমাদের জীবন। জীবনের এ অনির্দিষ্ট সময়টুকু যেমন আযানের পর একনিষ্ট চিত্তে নামাযের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা। এতই ক্ষণিকের হলো– দুনিয়া আমাদের।

মদীনা শরীফে করণীয় নেক আমল ঃ

মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌঁছালে প্রাণের নবীজীর মহব্বতে দরূদ-সালাম বেশি বেশি করে পড়বেন। মসজিদে নববীতে প্রবেশের পূর্বে মেছওয়াক করে অযু করবেন। সম্ভব হলে গোসল করে নিবেন। মসজিদে প্রবেশ করে দুখুলুল মসজিদ ২ রাকআত সুন্নাত নামায পড়বেন। যখনই প্রবেশ করবেন তখনই সম্ভব হলে এই নামায পড়বেন।

প্রাণের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের জিয়ারত করা, জান্নাতুল বাকী, শোহাদায়ে উহুদদের জন্য ছোয়াব রেছানী করা, জেয়ারতের স্থান সমূহে যাওয়া এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বন্ধুদের স্মরণ করা, এ কিতাবে লিখিত মক্কা শরীফের আমলসমূহ যা মদীনা শরীফে করা যায়, তা সহজ সাধ্যমত করা। বিশেষভাবে ৪০ ওয়াক্ত নামায তকবিরে উলার সাথে মসজিদে নববীতে আদায় করা।

রিয়াযুল জান্নাতে রহমতের স্তম্ভসমূহ

রিয়াযুল জান্নাত ঃ

'রিয়াযুল জান্নাহ্' অর্থ বেহেশতের বাগান। মিম্বর মুবারক হতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা শরীফ সমেত স্থানটুকুকে রিয়াযুল জান্নাহ্ বলা হয়।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"আমার ঘর (বর্তমানে রওযা শরীফ) এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।"

রিয়াযুল জান্নাতে প্রাচীন মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে সাতটি স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলিকে রহমতের খুঁটি বলা হয়। স্তম্ভসমূহ হলো– ১) হান্নানার স্তম্ভ, ২) জিব্রাঈল (আঃ)-এর স্তম্ভ, ৩) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তম্ভ, ৪) হার্‌স বা পাহারার স্তম্ভ, ৫) উফুদ্ বা প্রতিনিধিবর্গের স্তম্ভ, ৬) আবু লুবাবার স্তম্ভ ও ৭) সরীর বা খাটের স্তম্ভ।

উল্লেখ্য, রওযা শরীফের সন্নিকটেই রয়েছে ১) নবী করীম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বর মুবারক, ২) বাবে জিব্রাঈল, ৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক ঘরের আঙ্গিনা ও ৪) আসহাবে সুফ্ফাগণের অবস্থানের স্থান।

আল-মদীনার মসজিদসমূহ

মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী ছাড়াও শহরের আশে-পাশে বহু মসজিদ রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ মসজিদসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো–

১) মসজিদে কুবা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ صَلٰوةَ رَكْعَتَيْنِ فِيْهِ كَعُمْرَةٍ

"মসজিদে কুবায় দুই রাকআত নামাযের সওয়াব উমরাহ্র সওয়াবের মতো।"

২) মসজিদে জুম'আ, ৩) মসজিদে মুসাল্লা অথবা মসজিদে গামামা ৪) মসজিদে সুকইয়্যা, ৫) মসজিদে আহ্যাব বা মসজিদে ফাতাহ্, ৬) মসজিদে যুবাব, ৭) মসজিদে কিবলাতাইন, ৮) মসজিদুল ফাযীহ্, ৯) মসজিদে বনী কুরায়যা, ১০) মসজিদে বনী যাফর বা মসজিদুল বাগলাহ্, ১১) মসজিদুল ইজাবাহ্, ১২) মসজিদে সজদা বা মসজিদুল বাহীর, ১৩) মসজিদে বনী হারাম, ১৪) মসজিদে আবু বকর, ১৫) মসজিদে আলী ও ১৬) মসজিদে উম্মে ইব্রাহীম ইবনে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

আল-মদীনার কূপসমূহ

মদীনা মুনাওয়ারায় বর্তমানে ২৪টি কূপ ও খাল বা নালা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়টিই প্রসিদ্ধ কূপের নাম উল্লেখ করা হলো–

১) বীরে আরীস, ২) বীরে গারাস, ৩) বীরে বুদাআহ্, ৪) বীরে বুস্সা, ৫) বীরে হা-অ, ৬) বীরে আ'হন, ৭) বীরে রুমাহ্, ৮) বীরে আনা, ৯) বীরে

আওয়াফ, ১০) বীরে আনাস, ১১) বীরুল হাযারম, ১২) বীরুস-সুকইয়া, ১৩) বীরে আবি আইয়্যুব, ১৪) বীরে উরওয়াহ্, ১৫) বীরে যারদান, ১৬) বীরুল কাওয়ীম, ১৭) বীরুস সুফইয়া, ১৮) বীরে বাউঈতাহ্ ও ১৯) বীরে ফাতেমা।

মদীনা শরীফে দু'আ কবুল ও যিয়ারতের স্থান			
নং	স্থান	নং	স্থান
০১	প্রাণের নবীজীর রওযাপাকের নিকট	০২	হান্নানা স্তম্ভ, মসজিদে নববী
০৩	হারস স্তম্ভ, মসজিদে নববী	০৪	উফুদ স্থম্ভ, মসজিদে নববী
০৫	আবু লুবাবা স্তম্ভ, মসজিদে নববী	০৬	সারীর স্তম্ভ, মসজিদে নববী
০৭	হযরত জিব্রাঈল স্তম্ভ, মসজিদে নববী	০৮	হযরত আয়েশা স্তম্ভ, মসজিদে নববী
০৯	জান্নাতুল বাকী	১০	মসজিদে কুবা
১১	মসজিদে জুম'আ	১২	মসজিদে গামামা
১৩	মসজিদে সুকইয়্যা	১৪	মসজিদে ফাতাহ্
১৫	মসজিদে যুবাবত	১৬	মসজিদে কিবলাতাইন
১৭	মসজিদে ফাযীহত	১৮	মসজিদে বনী কুবায়যা
১৯	মসজিদে বনী যাফর	২০	মসজিদে ইজাবাহ্
২১	মসজিদে সাজদা	২২	মসজিদে আবু বকর
২৩	মসজিদে বনী হারাম	২৪	মসজিদে উম্মে ইব্রাহীম
২৫	মসজিদে আলী	২৬	বীরে উসমান
২৭	বীরে আরীস		

মদীনা শরীফ থেকে বিদায়ের দু'আ

اَلْوَدَاعُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلْفِرَاقُ يَانَبِيَّ اللهِ اَلْاَمَانُ يَاحَبِيْبَ اللهِ لاَ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالٰى اٰخِرَ عَهْدٍ لاَ مِنْكَ وَلاَ مِنْ زِيَارَتِكَ وَلاَ مِنَ الْوُقُوْفِ بَيْنَ يَدَيْكَ الاَّ وَمِنْ خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ وَصِحَّةٍ وَسَلاَمَةٍ اِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى جِئْتُكَ وَاِنْ مُتُّ فَاَوْدَعْتُ عِنْدَكَ شَهَادَتِيْ وَاَمَانَتِيْ وَعَهْدِيْ وَمِيْثَاقِيْ مِنْ يَّوْمِنَا هٰذَا اِلٰى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَهِيَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّاِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

উচ্চারণ ঃ আল-ওয়াদা'উ ইয়া রাসূলাল্লাহি! আল-ফিরাকু ইয়া নাবীয়্যাল্লাহি! আল-আমানু ইয়া হাবীবাল্লাহি! লা-জা'আলাহুল্লাহু তা'য়ালা আ-খিরা আহ্দিন লা-মিন্কা ওয়ালা মিন্ যিয়ারাতিকা ওয়ালা মিনাল উকূফে বাইনা ইয়াদাইকা ইল্লা ওয়া মিন্ খায়রিন ওয়া 'আ-ফিয়াতিন ওয়া সিহ্হাতিন ওয়া সালামাতিন ইন 'ইশ্তু ইন্শা-আল্লাহউ তা'য়ালা জি'তুকা ওয়াইন্ মুত্তু ফাআওদা'তু 'ইন্দাকা শাহাদাতি ওয়া আমানাতি ওয়া 'আহ্দি ওয়া মীসাকী মিন্ ইয়াওমিনা হা-যা ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি, ওয়া হিয়া শাহাদাতু আন্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, লা-শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। সুব্হানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতি 'আম্মা ইয়াসিফূন, ওয়া সালামুন 'আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

অর্থ ঃ বিদায় নিচ্ছি হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ছেড়ে যাচ্ছি আপনাকে হে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিরাপত্তা চাচ্ছি (আপনার উসিলায়) হে আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্

যেন আপনার যিয়ারতকে, আমার এ উপস্থিতিকে আমার বা আপনার পক্ষ থেকে শেষ ঘটনায় পরিণত না করেন; বরং যদি সহি-সালামতে থাকি, তবে আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছায় আবার হাজির হবো (ইনশা-আল্লাহ্), আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি সংরক্ষিত করে রাখছি আপনার নিকট আমার শাহাদত (সাক্ষ্য), আমার আমানত, আমার ওয়াদা আর প্রতিশ্রুতি আজকের এ দিন হতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং এ শাহাদত (সাক্ষ্য) হচ্ছে এই যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তাঁর কোন শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র বান্দা (স্বীয় খাস বান্দা) এবং রসূল। (যেমন– কুরআনপাকে বর্ণিত আছে) আপনার প্রভু মহাশক্তিশালী, তিনি সেই সব কলঙ্ক হতে পবিত্র যা কাফিরগণ তাঁর উপর আরোপ করে। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রসূলগণের উপর, আর সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।"

হজ্জ হতে দেশে প্রত্যাবর্তন

বাড়ী প্রত্যাবর্তনকালে রওযা মুবারকে সালাম নিবেদন করবেন। হজ্জ ও যিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য এবং নিরাপদে বাড়ী পৌঁছার জন্য দু'আ করবেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِيَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِيْ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহুম্মা লা তাজআ'ল হা-যা আখিরাল আহদি নাবিয়্যিকা ওয়ামাস্জিদিহি ওয়াহারামিহি ওয়াইয়াসসির লিয়াল আওদা ইলাইহি ওয়ালউকূফা লাদাইহি ওয়ারযুক্বনীল্ আফওয়া ওয়ালআ'ফিয়াতা ফীদদুনয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়ারুদ্দানা ইলা আহলিনা সালিমীনা গানিমীনা আমীনা বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।"

বাড়ীর নিকটে পৌঁছা ঃ

যখন নিজের শহর অথবা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হবে তখন এই দু'আ পাঠ করবেন–

كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

যখন গৃহে প্রবেশ করবেন, তখন এই দু'আ পাঠ করবেন–

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

"তাওবান্ তাওবাল্ লি রাব্বিনা আওবাল্ লা-য়ুগাদিরু আ'লাইনা হাওবান্।"

স্বার্থক সফর

বাইতুল্লাহ্ শরীফ ঃ

পবিত্র মক্কা-মুয়ায্যামায় হলো (বাইতুল্লাহ্) আল্লাহ্র বাড়ী। বান্দারা এখানে আসেন আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই। বাড়ীতে বাড়ীর মালিককে পাওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি পরম বন্ধু মহানআল্লাহ্-কে পেয়ে যান, তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সমর্থ হন, তবেই আপনার এ সফর স্বার্থক।

রওযা শরীফ ঃ

মদীনা মুনাওয়ারা হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়ী। হায়াতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানেই আরাম করছেন। তাঁর কাছে হাজির! আপনি যদি প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন, তাহলে মদীনা শরীফে আপনার সফর স্বার্থক।

রিয়াজুল জান্নাহ্ ঃ

রিয়াজুল জান্নাহ-বেহেশতের বাগান হলো আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমিকদের বাড়ী। যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইশ্ক-মহব্বতে ছুটে মদীনা শরীফে আসেন, তাদের ঠিকানা হলো পৃথিবীর এ জান্নাত, রিয়াজুল জান্নাহ্। রিয়াজুল জান্নাতে নামায যেন জান্নাতের মধ্যে নামায,

এখানে প্রবেশ জান্নাতে প্রবেশতুল্য। আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে আশা করা যায় যে, যিনি দুনিয়ার জান্নাতে তার বান্দাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি (আল্লাহ্) কেমন করে সেই বান্দাকে বিচার দিনে বঞ্চিত করবেন? আপনি রিয়াজুল জান্নাহ্র বরকত লাভে ধন্য, আপনার সফর স্বার্থক। আল-হামদুলিল্লাহ্।

"হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)"

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

"তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসূল রয়েছেন।"– কুরআন (৪৯ঃ৭)।

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

"যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাজির হয় অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল (যদি) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই (তারা) আল্লাহ্কে অত্যন্ত তওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।"– কোরআন (৪ঃ৬৪)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ

"আমি কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের জন্য সাক্ষীস্বরূপ তাদের মধ্য হতে একজনকে (তাদের নবীকে) উপস্থিত করাবো এবং হে নবী, আপনাকে এদের সকলের কার্যকলাপের সাক্ষ্যদাতারূপে আনয়ন করবো।"– কুরআন (১৬ঃ৮৯)

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মানব জাতির জন্য শাহেদ (সাক্ষ্যদাতা) এটা উক্ত আয়াত ছাড়াও ২ঃ১৪৩, ৪ঃ৪১, ৩৩ঃ৪৫, ৭৩ঃ১৫ ইত্যাদি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী (জিন্দা নবী)। কারণ, পাপ ক্ষমার জন্য সুপারিশকারীর জীবিত হওয়া বাঞ্চনীয়। এমনিভাবে সাক্ষ্যদাতার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ও ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করা আবশ্যক। সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের কার্যের সাক্ষ্যদাতা অবশ্যই জীবিত হবেন।

০৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হন তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, হ্যাঁ, যদিও তোমরা তা বুঝতে পারো না।"– কুরআন (২ঃ১৫৪)।

০৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণাও করো না, বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন, জীবিকা পেয়ে থাকেন।"– কুরআন (৩ঃ১৬৯)।

বুঝা গেল, শহীদগণ জীবিত এবং মহাপ্রভুর নিকট থেকে রিযিক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। নবীগণ আর শহীদগণ মর্যাদায় কি সমান? নিশ্চয়ই না। সূরা নিছার ৬৯ নং আয়াতে নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের বর্ণনায় আল্লাহ্ নবীগণকে প্রথম আর শহীদগণকে তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাই সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী (জিন্দা নবী), এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত

["স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"
ও "লুকানো মানিক" কিতাব থেকে উদ্ধৃতি]

০১। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রাঃ) ঃ কারবালার ঘটনার পর ৬৩ হিজরীতে ইয়াজিদ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে। তারা মদীনা মুনাওয়ারায় হত্যাকান্ড চালায় এবং লুটতরাজ করে। তখন হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রাঃ) ছাড়া মসজিদে নববীতে আর কেউ ছিলেন না। তিনি বলেন–

"যখন নামাজের সময় হতো তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযাপাক থেকে আমি আযান শ্রবণ করতাম, এরপর ইকামত হতো, আর আমি ইকামতের পরেই মসজিদে নববীতে নামায আদায় করতাম। আমি এভাবে পনের ওয়াক্ত নামায আদায় করেছি।

০২। **হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহ্যাব সারানী (রঃ)** লিখেছেন যে, তিনি তাঁর ৮ জন সঙ্গীসহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বুখারী শরীফ পাঠ করেছেন এবং বুখারী শরীফ খতম হওয়ার পর তিনি যে দু'আ করেছিলেন তাও হযরত সারানী (রঃ) লিখেছেন।

০৩। **হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রঃ)** লিখেছেন– "তিনি জাগ্রত অবস্থায় ৩৫ বার প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।" এর কারণ জানতে চাইলে বলেন– "অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা।"

০৪। **হযরত মুসান্না ইবনে সাঈদ (রঃ)** বর্ণনা করেন– আমি ইমাম মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "এমন কোন রাত যায় না যে আমি আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে না দেখি (অর্থাৎ প্রতি রাতে দেখি), অতঃপর তিনি ক্রন্দনরত হলেন।"

০৫। আমার মুর্শিদ **কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)** লিখেছেন– ১৯৩৯ ইং সনের ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার দিবাগত রাত্রে স্বপ্নযোগে দর্শন দান করতঃ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি মসজিদের ছেহেনে বসতে ইঙ্গিত করেন, কিন্তু লজ্জা বশতঃ বসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি আমাকে ধরে তথায় বসিয়ে দিলেন ও গদ্দিনশীন করতঃ বললেন– "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"ই আপনার জন্য কাফি। যে কেহ আপনার নিকট যে কোন মাকছুদের জন্য আসুক, আপনি যদি এর দ্বারা তাবিজ দেন, তা হলেই তার মাকছুদ পূর্ণ হবে।" এর পর তিনি তাঁর তর্জনি আঙ্গুলটির দ্বারা আমার কপাল স্পর্শ করলেন।

০৬। গদ্দিনশীন পীর সাহেব **কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃজিঃ)** বলেন– "আমি ২৬/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে বিছানায় শোয়ার পর দেখতে পেলাম যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে এসে আমাকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বললেন, "কখন (মক্কা ও মদীনা) আসবেন?" আমি

উত্তর করলাম, "জানুয়ারী মাসের ৫ বা ৭ তারিখ।" এতে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, কোন চিন্তার কারণ নেই।" এটা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

০৭। মুর্শিদ কেবলার ভ্রাতুস্পুত্র ও খলিফা **জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর মরহুম মুহাম্মাদ মফিজুর রহমান সাহেব** ১৯৭৬ সনে হুজুরের সঙ্গে হজ্ব করতে গিয়ে যখন মসজিদে নববীর রিয়াজুল জান্নাতে বসে সকল সফরসঙ্গীগণের সঙ্গে খতমে কুরআনের মোনাজাতে ক্রন্দনরত ছিলেন, তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে মোসাফা করেছিলেন।

মকবুল হজ্জ

মকবুল হজ্জ নসিব হওয়া আল্লাহ্ তা'য়ালারই বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ। বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে ফরিয়াদ ও কান্নাকাটি ছাড়া আমাদের আর কোন কিছু করার সাধ্য নেই। মকবুল হজ্জের বিষয় সামান্য উপলদ্ধি করার জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু নিদর্শন বর্ণনা করা হলো।

হজ্জ কবুল হওয়ার নিদর্শন ঃ

১। পরম বন্ধু মহান আল্লাহ্ এবং প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য অধিক অধিক মহব্বত ও নৈকট্য অনুভূত হওয়াই মকবুল হজ্জের প্রধান নিদর্শন।

২। হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর ইবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হওয়া এবং তা থেকে বেঁচে থাকা।

৩। পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হওয়া।

৪। আখিরাতের প্রতি মন ধাবিত হওয়া। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়া।

যদি এমন অবস্থা অনুভূত হয়, তাহলে ধারণা করা যায় আল্লাহ্পাকের করুণার দৃষ্টি আরোপিত হয়েছে। তাই আল্লাহ্র ইহ্সানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে এ অবস্থা বিদ্যমান থাকে। সে জন্য গুনাহ বর্জন এবং নেক কাজের প্রতি ধাবমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

হজ্জের পরবর্তী অবস্থা ও অনুধাবন ঃ

১। যদি পূর্বের অবস্থার কোন উন্নতি অনুভূত না হয়।

২। যদি ইবাদত-রিয়াজতে মন না বসে, গুনাহের প্রতি মন ধাবিত হয়।

৩। যদি আখিরাতের দিকে মন ধাবিত না হয়, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আরো পরীক্ষা দিতে হবে। এমতাবস্থায় যা করণীয় তা করতে হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না। নিজের সফলতার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যেমন– দুনিয়ার সফলতার জন্য বারবার অকৃতকার্য হয়েও পিছপা হই না, তেমনি আখিরাতের সফলতার জন্যও বারবার চেষ্টা করতে হবে, নিরাশ হওয়া মহাপাপ।

হজ্জ একটি অতি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শয়তান সাধারণতঃ মানুষের মনে বড়ত্ব ও বুযুর্গীর ভাব জাগিয়ে তোলে, যা তার যাবতীয় আমলকে বরবাদ করে দেয়। তাই কখনও যেন এমন ভাব মনে উদয় না হয়, সে বিষয়ের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ

কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)-এর হস্তলিপি

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

অনুসরণের জন্য একটি **বাস্তব** চিত্র

পেয়েছের তিনি বলিতেন: [illegible]

لا انت استغفرك واتوب اليك — ثم يقول علمنيهن جبريل عليه السلام

Friday January 4 1963

মেসেজের উপর

শুক্রবার পৌষ ১৯ ১৩৬৯

নিম্ন বর্ণিত কাজগুলি, যাহা হজরত(সঃ) সদা করিতেন, তাহা করিলেই হজরত(সঃ) এর অনুকরণ করা হইবে:-

১। রিয়া ত্যাগ করিয়া সব কাজ আল্লাহ-সন্তোষের নিয়েতে করিও, বাহাদুরী বা বড়মানুষী করার জন্য কোন কাজ করিও না।

২। সামান্য খাদ্যে তুষ্ট হইও; উদর পূর্ণ করিয়া কখন খাইও না।

৩। সামান্য শয্যায় ~~শয়ন করিও~~ উজুর সহিত, ডান কাতে শয়ন করিও।

৪। পরিধান বস্ত্রের সংখ্যা কমাইয়া যাহা না হইলে চলে না কষ্ট কর, এমন সংযুক্ত স্বল্প পরিধান করিও।

৫। প্রতি মাসে আইয়ামে বেজের ৩টি রোজা রাখিও।

৬। শেষ রাত্রে কমপক্ষে ২ রাকাত তাহাজ্জোদের নামাজ পড়িও।

৭। সর্বদা অজুর সাথে থাকিও।

৮। সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ রাখার জন্য [illegible] প্রক্রিয়া আমল করিতে।

৯। চলা ফিরার সময় নজর বর কদম রাখিবে।

১০। অহংকার এবং ওজব ত্যাগ করিয়া বিনয়ী হইয়া সরল, সাদাসিধে জীবন যাপন করিবে।

১১। গরীব দুঃখীর সহিত সদয় ব্যবহার করিবে এবং সাধ্যানুযায়ী তাহাদিগকে সাহায্য ও দান খয়রাত করিবে।

১২। দুনিয়ার সম্পদ হইতে বিচ্ছেদকারী মৃত্যু যে প্রতি মুহূর্তে নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে তাহা ভুলিও না।

১৩। তোমার সব নেয়ামত আল্লাহপাক হইতে পাইতেছ মনে করিয়া সদা তাঁহাকে ভালবাসিতে ও কৃতজ্ঞ থাকিও।

১৪। মরণকালে আল্লাহ বিনে বন্ধু কেহ নাই, ইহা সদা মনে রাখিও ভাই।

১৫। যাহা তুমি অতিথিকে রাখিয়া যাইবে উহা তোমার সম্পত্তি নহে; বরং যাহা তুমি আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্য ব্যয় করিবে [illegible] তোমার প্রকৃত সম্পত্তি; ইহা সদা [illegible] রাখিয়া কাজ কর।

দিন-রাতের সুন্নাত আমল

দিনের সুন্নাত আমল ঃ

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠার পরে সুন্নাত আমল ঃ

১) ঘুম থেকে উঠে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল ও চক্ষু ঘষে নিবেন, যাতে নিদ্রার আবেশ দূর হয়ে যায় ।– তিরমিযী শরীফ

২) জাগ্রত হয়েই তিনবার আলহামদু লিল্লাহ্, তিন বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' পাঠ করবেন।

৩) নিম্নোক্ত দু'আটিও পাঠ করা সুন্নাত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

৪) এরপর মিসওয়াক করবেন ।– আবূ দাঊদ শরীফ

৫) এস্তেঞ্জার জন্যে পানির পাত্রে হাত ডুবাবেন না; বরং প্রথমে উভয় হাত তিনবার ধুয়ে নিবেন, এরপর পানির মধ্যে হাত ডুবাবেন ।– তিরমিযী শরীফ

এরপর প্রস্রাব-পায়খানায় যাবেন। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল অথবা অযু করে কিংবা অসুস্থ হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বেন। এরপর মসজিদে আওয়াল ওয়াক্তে গিয়ে **জামাআতের সাথে ফরয নামায পড়বেন।**

ঘরের বাইরে যাওয়ার দু'আ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমরা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এ দু'আ পাঠকারীকে ফিরিশতারা বলে– "হে আল্লাহ্র বান্দা, তোমার এ নিবেদন তোমার জন্যে যথেষ্ট। তুমি পূর্ণ হিদায়েত পেয়ে গেছ এবং তোমার হিফাযতের ফয়সালা হয়ে গেছে। অতঃপর শয়তান নিরাশ হয়ে তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়।"– তিরমিযী ও আবূ দাঊদ শরীফ

সকালের দু'আ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে, সে সারাদিনে যেসব পুণ্য কাজ করতে পারতো কিংবা করার নিয়ত ছিল, কিন্তু পারে

নাই, সেসব কাজেরও সওয়াব পাবে এবং যে সন্ধ্যায় পাঠ করে, সে সারা রাত্রির না করা পুণ্য কাজসমূহেরও সওয়াব পাবে।" আয়াত–

فَسُبْحَنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (কোরআন (৩০ঃ১৭-১৯)

ইশরাক নামায ঃ ফজরের নামায শেষে সূর্যোদয়ের পর প্রায় তেইশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হলে দুই রাকআত ইশরাকের নামায পড়বেন। মাঝের সময়টুকুতে যিক্‌রে লিপ্ত থাকবেন। এ আমলে পূর্ণ এক হজ্জ ও এক উমরাহ্‌র সওয়াব পাওয়া যায় ও সকল সগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। ইশরাকের নামাযান্তে জীবিকা উপার্জনের কাজে বের হয়ে যাবেন। হালাল রুযী উপার্জন করবেন। এছাড়া অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত করবেন ও জীবনের সকল কর্মে সুন্নাত অনুসরণের প্রতি যত্নবান হবেন।

চাশতের নামায ঃ সূর্য যখন যথেষ্ট উঁচুতে উঠে পড়ে এবং তার কিরণ প্রখর হয়ে যায়, তখন চাশতের নামায আদায় করবেন। এ নামায চার থেকে বার রাকআত পর্যন্ত।– মুসলিম শরীফ। হাদীসে বর্ণিত আছে, চাশতের মাত্র চার রাকআত নামায পড়লে মানবদেহে যে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে, সবগুলোর সদকা আদায় হয়ে যায় এবং যাবতীয় সগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।– মুসিলম শরীফ

যাওয়াল এর নামায ঃ সূর্য হেলার পর যোহরের নামাযের পূর্ব মুহূর্তে এক সালামে চার রাকআত নামায পড়তে হয়। এ নামায পড়লে উক্ত নামাযীর সঙ্গে সত্তর হাজার ফিরিশতা নামায পড়বে এবং সারা রাত তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করবে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিন এ নামায পরিত্যাগ করেননি।– এহিয়াউল উলুমদ্দিন

দ্বিপ্রহরের নিদ্রা ঃ অবসর পাওয়া গেলে সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে দুপুর বেলায় আহারের পর অল্পক্ষণ শুয়ে থাকবেন। হাদীসে একে 'কায়লুলা' বলা হয়েছে।

যোহরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর সাংসারিক কাজ-কর্মে মশগুল হবেন এবং আসরের নামাযের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন।

আসরের সুন্নাত ঃ আসরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত চার রাকআত নামায আদায় করবেন।–তিরমিযী শরীফ। আসরের ফরয নামাযের পর অল্পক্ষণ বসে যিক্র করবেন, এরপর মুনাজাত করবেন।– বেহেশতী যেওর

রাতের সুন্নাত আমল ঃ

আওয়াবীন ঃ মাগরীবের নামাযের পর দুই-দুই রাকআত করে কমপক্ষে ছয় রাকআত নামায পড়তে হয়। সর্বাধিক বিশ রাকআতও পড়া যায়।–আবূ দাউদ ও মিশকাত শরীফ

ইশার নামায ঃ ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করবেন। ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত এবং ফরযের পরে দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ পড়বেন।– মিশকাত শরীফ

তাহাজ্জুদের নামায ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামায। তাহাজ্জুদ কমপক্ষে দুই রাক'আত এবং বেশীর পক্ষে বার রাকআত।– বুখারী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক

শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সময় যার নিদ্রাভঙ্গ হয় না, সে চার রাক'আত নামায ইশার পরে তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নিবেন। আল্লাহ্র দয়ায় এটাই তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে।– তারগীব

তাহাজ্জুদের জন্যে জায়নামায শিয়রে রেখে, উঠার নিয়ত করে ঘুমানো সুন্নাত।– নাসাঈ শরীফ

অযুর পানি ও মিসওয়াক পূর্বে তৈরী করে রেখে নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত।– মুসলিম শরীফ

বিত্রের পরে দুই রাক'আত নফল পড়া উত্তম।

ঘরে আসা-যাওয়ার সুন্নাত ঃ ঘরের লোকজনকে সালাম করবেন এবং এ দু'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلَجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

ঘরে কেউ না থাকলে এভাবে সালাম করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ

ফিরিশতাদেরকে সালাম করবেন, একমাত্র স্ত্রী-ই যদি ঘরে থাকে, তাকেই সালাম করবেন। এটা সুন্নাত।–আবূ দাঊদ শরীফ

কড়া নেড়ে, পদশব্দ করে, গলা ঝেড়ে ঘরের লোকজনকে সতর্ক করা উচিত।– নাসাঈ শরীফ। সময় বিশেষে মা, কন্যা অথবা বোনেরাও এমন অবস্থায় থাকতে পারেন যে, হঠাৎ ঢুকে পড়লে তারা লজ্জিত হবেন। তাই সতর্ক করে ঘরে প্রবেশ করবেন।– আল-আদাবুল মুফরাদ

ইশার নামায পড়ার পূর্বে ঘুমাবেন না। এতে নামায ফওত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।– মিশকাত শরীফ

ইশার নামাযের পর বিনা প্রয়োজনে পার্থিব কথাবার্তা বলা মাকরূহ্ তানযীহী।– মিশকাত শরীফ। (কোন কোন আলিম এর মতে মাকরূহ্ তাহ্রিমী)। তবে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে উপদেশমূলক গল্প অথবা কৌতুকপূর্ণ কথা-বার্তা বলা সুন্নাত।– শামায়েলে তিরমিযী

অন্ধকার রাত্রিতেও মসজিদে গিয়ে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করা সুসংবাদ ও বড় সওয়াবের কারণ।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ। প্রত্যেক ফরয নামায জামআতের প্রথম তাকবীরে শরীক হয়ে আদায় করা সুন্নাত।– তারগীব

যে ব্যক্তি ক্রমাগত চল্লিশ রাত্রিতে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে, তার জন্যে দোযখ থেকে নিস্কৃতি লিখে দেয়া হয়।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِیْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِیَامِ نِصْفِ لَیْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِیْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِیَامِ لَیْلَةٍ ـ

"যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত নামায আদায়ের মধ্যে কাটালো, আর যে ব্যক্তি ফযরের নামাযও জামাআতে

আদায় করলো, সে যেন সমস্ত রাতই নামায আদায় করলো।"– মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফ

শয্যা গ্রহণের সুন্নাত আমল ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যখন কেউ শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন লুঙ্গি দ্বারা শয্যাটি ঝেড়ে পরিস্কার করে নেয়া উচিত। কারণ, শয্যায় কি পড়ে রয়েছে, তা জানা নেই। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে এ দু'আ পাঠ করবেন–

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ فَإِنِ احْتَسَبْتَ نَفْسِىْ
فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّلِحِيْنَ
أَوْ قَالَ عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ

রাত্রিতে নিদ্রার পূর্বে সূরা ওয়াকিয়াহ্ পাঠ করলে দারিদ্র ও উপবাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।– তারগীব

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাব্বিহাত সূরা সমূহ পাঠ করতেন এবং বলতেন– এসব সূরার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াত থেকে উত্তম। মুসাব্বিহাত সূরাসমূহ এই– সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা সফ, সূরা জুমু'আ, সূরা তাগাবুন, সূরা আ'লা।– হিস্নে হাসীন

শয়নকালে তিনবার নিম্নোক্ত এস্তেগফার পাঠ করবেন–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ

এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত।– তারগীব

অযু না থাকলে অযু করে নিবেন। ওযু না করলে নিদ্রার নিয়তে তায়াম্মুমই করে নিবেন। এর পর নিদ্রা যাবেন।– যাদুল মা'আদ

রাতের আমল

সন্ধ্যার কিছু আগেই মসজিদে গিয়ে তসবীহ্, এস্তেগফার প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকবেন। মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত নামায পড়ার পর ০৬ (ছয়) রাকআত আওয়াবিন সুন্নাত নামায পড়বেন। এরপর জামআতে ইশা পড়ে ১০০-৫০০ বার দরূদ শরীফ পড়বেন। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রশ্রাব-পায়খানা ইত্যাদি হাজত সম্পন্ন করে পুনরায় অযু করতঃ সূরা সিজ্দা ও সূরা মুলক্ পড়বেন। তারপর শোয়ার

বিছানায় গিয়ে ৩ বার এস্তেগফার, ১১ বার দরূদ শরীফ, একবার সূরা ফাতিহা, একবার আয়াতুল কুরসি, ১ বার সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, চারকূল একবার করে পাঠ করবেন। এ সমস্ত সূরা পড়ে দুই হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীর মুখ হতে নীচের দিকে মাসেহ করবেন। এরপর কথা না বলে উত্তর শিয়রে ডান কাতে অযুর সাথে সুন্নাত অনুযায়ী ডান হাত গালের নিচে রেখে শোয়ে "আল্লাহুম্মা বি-ইসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া" এই দু'আ পড়বেন। শীতকালে রাত ৩:৩০ এবং গ্রীষ্মকালে রাত ৩:০০ টার সময় উঠে দুই রাকআত হতে বার রাকআত পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামায পড়বেন এবং তারপর কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন।

ফজর ও মাগরিব নামায বাদ পড়ার অজিফা (মোহাম্মদীয়া তরীকা)

[**উদ্ধৃতি ঃ** কুতুবুল এরশাদ, ইমামুত্ তরীকত, হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক লিখিত "আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজা পথ"]

অজিফা ঃ

১। সওয়াব রেছানী ঃ

(ক) দরূদ শরীফ - ১১ বার

(খ) 'আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লাহ হুয়াল্ হাইউল কাইউমু ওয়া আতুবু ইলাইহি" - ৩ বার বা ১০ বার।

(গ) 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" - ৩ বার।

(ঘ) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল্ মুলক্ ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্ই ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইউল লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদির" - ৩ বার।

(ঙ) 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল্ আজিম ওয়া বিহামদিহী আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্" - ৩ বার।

(চ) আয়াতুল কুরছি - ১ বার

(ছ) 'আউজু বিল্লাহিচ্ছামিয়ীল আলিমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম" - ৩ বার পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ১ বার পড়বেন।

(জ) সূরা ইখলাছ - ৩ বার বা ১০ বার।

(ঝ) সূরা ফালাক - ১ বার।

(ঞ) সূরা নাস - ১ বার।

(ট) সূরা বাকারার শেষ আয়াত - ১ বার এবং

(ঠ) সূরা ফাতিহা - ১ বার বা ৩ বার।

এই সমস্ত পড়ে এর সওয়াব সমস্ত পয়গাম্বর, আউলিয়া, মা-বাবা ও সকল মুসলমান নর-নারীর রুহের উপর নিম্নরূপে বক্শিয়ে দিবেন–

"ইয়া আল্লাহ্! আমরা যা কিছু পাঠ করলাম তা তোমার দরবারের উপযুক্ত মত হয়নি, এতে অনেক ভুল–ত্রুটি হয়েছে; উক্ত ভুল-ত্রুটি মাফ করে তোমার দরবারে কবুল করতঃ এর সওয়াব আমাদের প্রাণের রসূল সাইয়েদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, সিরাজুম্মুনীরা, শাফিউল মুজনেবীন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদে মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর রুহ্পাকে হাদিয়া হিসাবে বকশিয়া দিলাম। ইয়া আল্লাহ্! 'আতে মুহাম্মাদানিল্ উসিলাতা, ওয়াল্ ফাজিলাতা ওয়া আবআসহু মাকামাম্মাহুমুদা নিল্লাজি ওয়াত্তাহু ওয়া আরফা জিকরাহু ওয়া মুহাব্বাতাহু ওয়া দারাজাতাহু ফিল্ আউয়ালিনা ওয়াল্ আখেরীনা ওয়া ফিল্ মুস্তাফাইনাল আখইয়ার।' এই হাদিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর রওজা মোবারকে পৌঁছিয়ে দিন এবং তাঁকে আমাদের প্রতি খুশী করে দিন এবং তার জিয়ারত, তাওয়াজ্জোহ্ ও দু'আ আমাদের নসিব করে দিন ও তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ ও জিয়ারতের বরকতে আমাদের মুর্দা কলবকে জিন্দা করে দিন ও অন্ধ কলবকে চক্ষুষ্মান করতঃ আমাদের কাশ্ফ খুলে দিন যার দ্বারা নামাযে ও মোরাকাবায় আপনার সঙ্গে মেরাজ লাভ করে প্রাণ ঠান্ডা করতে পারি। তারপর এর সওয়াব হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত আজরাঈল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ), হযরত ইস্রাফিল (আঃ), কেরামুন কাতেবীন, মুনকির-নকির (আঃ) প্রভৃতি তোমার মালায়েকাতিল মুকার্‌রাবীন ও অন্যান্য সমস্ত মালায়েকার উপর বকশিয়া দিলাম। অতঃপর তোমার সমস্ত মুরসালিন ও আম্বিয়াগণ, খাছ করে হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ্ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত লুত (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইছহাক (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন

(আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত সোয়াইব (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত ইয়াসায়া (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত সালেহ্ (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত জালকেফল্ (আঃ), হযরত খিজির (আঃ) ও অন্যান্য সমস্ত পয়গাম্বরগণের আরওয়াহ্ পাকের উপর এর সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। এরপর সারা জাহানের সমস্ত সিদ্দিক, শোহাদা, সালেহীন, মু'মিন নর-নারী খাছ করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (আঃ), আমাদের মা হযরত খাদিজা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এবং আমাদের বোন হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও ভাগিনা হযরত হাসান-হুসাঈন (রাঃ) এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর বংশধর, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), মু'মেনীনগণের আরওয়াহ্ পাকের উপর উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তামাম আসহাবগণ, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণের উপর, খাছ করে চারি তরীকার ইমাম হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), খাজা মাইনুদ্দিন চিশ্তি (রঃ), বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ (রঃ), মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রঃ)-গণের আরওয়াহ্ পাকের উপর উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। তারপর চার ইমাম খাছ করে ইমাম হযরত আবু হানিফা (রঃ), ইমাম হযরত গায্যালী (রাঃ), হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রাঃ), হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ), ইমাম জাফর সাদেক (রঃ), হযরত হাসান বছরী (রঃ), হযরত রাবেয়া বছরী (রঃ), সূফী ফতেহ্ আলী (রঃ), সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুর (রঃ), আবুল হোসেন নূরী (রঃ), হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (রঃ), হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ), হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ), হযরত ওয়ায়েজকরণী (রঃ), হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ), সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ) ও হযরত শাহ্জালাল (রঃ)-গণের আরওয়াহ্ পাকে উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। কুতুবুল আখতাব হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ), মরহুম ক্বারী ইব্রাহীম (রঃ), মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমদ (রঃ) সাহেবগণের আরওয়াহ্ পাকে উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। তারপর এর সমুদয় সওয়াব আমাদের পীর সাহেব কেবলার রুহপাকে পৌঁছিয়ে দিন। তারপর আমাদের সিলসিলার মৃত ও জীবিত সকল পীরভাই, পীরবোন, মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, সন্তান-সন্ততি ও আমাদের ভাই-ভগ্নী, শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যারা তোমার ডাকে ঘর ছেড়ে কবরে

শায়িত আছেন, তাদের সকলের উপর বকশিয়া দিলাম। ইয়া আল্লাহ্! এদের দু'আর বরকতে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর উসিলায় এবং তোমার খাছ রহমত দ্বারা আমাদের গত জীবনের সর্বপ্রকার পাপ মাফ করে দিন ও মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে আমাদের সকলকে তোমার দরবারে উঠিয়ে নিও এবং মৃত্যুর পর আর আজাব করো না।"

(এরপর আল্লাহ্র দরবারে নিজ নিজ অন্যান্য মকসুদের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং মুসলমান ভাই-ভগ্নিদের মকসুদের জন্যও দু'আ করবেন।)

উল্লেখ্য, মুনাজাতের নমুনা লেখার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্র ওলীগণ জানেন কি করলে, কি বললে আল্লাহ্ খুশি হবেন, তেমনিভাবে কি করলে ও কি বললে নবী-রসূলগণ ও অলী-আল্লাহগণ খুশি হবেন। তাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নবী-অলীগণের তাওয়াজ্জোহ্, দু'আ লাভের আশায় হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর মুনাজাত তুলে ধরলাম।

যারা সময়ের অভাবে উপরোক্ত দু'আসমুহ পড়ে সওয়াব রেছানী করতে অপারগ হবেন তারা সংক্ষিপ্ত দু'আ করবেন ও নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সওয়াব রেছানীর দু'আসমুহ পড়ে সওয়াব রেছানী করলেও চলবে।

সংক্ষিপ্ত সওয়াব রেছানী ঃ

(ক) দরূদ শরীফ - ৩ বার; (খ) "আস্তাগ্ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন্ কুল্লি জাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি - ১১ বার। (গ) সূরা ইখলাস - ১০ বার এবং (ঘ) সূরা ফাতেহা - ৩ বার।

এভাবে নবী-রসূলগণ, অলী-আল্লাহ্গণ, ফেরেশতাগণ, জীবিত ও মৃত পীর-মুর্শিদ, উস্তাদ-মুরুব্বী, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তথা সকল মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য প্রত্যহ দু'আ-মুনাজাত মারফত সওয়াব পৌঁছাবেন।

ফজরের নামাজের পরের অজিফা ঃ

আপনি তরীকত পন্থী হলে পীরের নির্দেশ অনুযায়ী দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার করবেন। সকাল-সন্ধ্যা যিকির করা, আল্লাহ্র স্মরণে থাকা অতীব জরুরী। এটা আল্লাহ্রই আদেশ। এ কারণে সংক্ষিপ্ত অযিফার বর্ণনা করা হলো–

ছওয়াব রেছানী করে নিম্ন লিখিত "খতমে মুহাম্মদীয়া" পড়বেন–

(ক) এই দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বেন (কলবে নিয়ত করে)।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ
سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ قُطْبُ الْاِرْشَادِ صُوْفِيْ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنُ اِمَامُ
الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

(খ) এর পর কলব, রুহ, ছের, খফি, আখফা লতিফাসমূহের প্রত্যেকটিতে ১০০ বার করে "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" মোট ৫০০ বার পড়বেন।

(গ) এর পর উক্ত খতমে মোহাম্মদীয়ার দরূদ শরীফ "নফসে" নিয়ত করে ১০০ বার হতে ৩০০ বার পড়বেন।

(ঘ) এর পর "কলবে" ইছমে জাত 'আল্লাহু আল্লাহ্' জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(ঙ) প্রত্যেহ সাধ্যানুযায়ী কম-বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন।

মাগরিবের নামাজের পরের অজিফা ঃ

(ক) ছওয়াব রেছানী পূর্বের ন্যায় করবেন: (খ) 'আল্লাহু আল্লাহ্' জিকির (জলি বা খফি) ১০০ বার করবেন; (গ) কলেমা তৈয়্যেবার নফি এছবাত জিকির ১০০ হতে ৩০০ বার করবেন।

ইশার নামাজের পরের অজিফা ঃ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়ি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম" এই দরূদ শরীফ ১০০ বার হতে ৫০০ বার পর্যন্ত পড়বেন।

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর বাণী ও মুনাজাত

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কুরআন শরীফের আয়াত মন্থন করে সারমর্মে বাণী ও মুনাজাত উপহার দিয়েছেন ঃ

"আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্"

[৬ × ৩ = ১৮ বার ছয় লতিফায় জিকিরের সাথে নিম্নের প্রতিটি পঙক্তি পড়বেন]

(ক) কুরআন শরীফের আয়াতের সারমর্মে বাণী ঃ

১। শ্বাসে শ্বাসে বান্দার হিসাব কাল, নিকট হতে নিকটেতে আসে, তা ভুলি মোহান্ধ মানব, কেবল রঙ্গরসে ভাসে। ঐ	কুরআন (২১ঃ০১)
২। মাটির দ্বারা সৃষ্টিরে তোর, মাটির মধ্যেই ফের গমন; ঐ মাটি হইতে উঠবিরে ফের, এই কথা তুই রাখ স্মরণ। ঐ	কুরআন (২০ঃ৫৫)
৩। কচু পাতার উপরের পানিসম, টলমল তোদের এ জীবন; কোন্‌খানে কখন ঢালিয়া পড়িবে, তা' আল্লাহ ছাড়া নাহি জানে কোন জন। ঐ	কুরআন (৩১ঃ৩৪)
৪। আজ জীবন সন্ধ্যায় মম মনে, এ কথাটি বারে বারে জাগে; হে প্রাণ-সখা তোমায় কেন, আরো বেশী ভালোবাসি নাই আগে। ঐ	কুরআন (৬৩ঃ১০)
৫। ভালবাসতে পার যারে চায় মন, কিন্তু তাকে ছেড়ে তোমার হবে রে মরণ; আল্লাহই তোমার একমাত্র প্রিয়জন, যিনি সদা আছেন কাছে মরেন না কখন। ঐ	কুরআন (২৫ঃ৫৮)
৬। স্বার্থপর ভালবাসা দুনিয়ার সবার, আল্লাহই শুধু নিঃস্বার্থ প্রেমময়; তাঁর মত আর কেহ তোর, এত বেশী আপনার নয়। তোমার মত আপনার, হে আল্লাহ নাহি কোন জন, তুমি মোদের জানের জান পরাণের পরাণ; তুমি বিনা বৃথাই মোদের এ মানব- জীবন, দাও গো দেখা প্রানসখা শান্ত কর মোদের মন।	কুরআন (১ঃ১, ৬ঃ১৪, ৫১ঃ৫৭-৫৮)
৭। বন্ধু গো সব! থাকতে সময়, ডুবে যাও আল্লাহ প্রেম-নদে; যাক নিভে যাক এক চুমুকে, দুঃখ যাদের জ্বলছে হৃদে।	কুরআন (২১ঃ১০৩)
৮। টুন-টুনা-টুন বাজলো যে তিন, হাঁকছে ঘড়ি রাত্রি কাল; জাগরে পাগল, ধর পেয়ালা, সই পেতেছে সরাব জাল। ঐ	কুরআন (৭৩ঃ১-৪)

৯। দিনের বেলায় তোর নানা ঝামেলা, ডাক তাঁকে মনোপ্রাণে রাতে নিরালা, দিল-আয়নাতে চেয়ে দ্যাখ, তোর তরে বিভু একেলা। ঐ	কুরআন (৭৩ঃ৮)
১০। যেখানেই থাকিস না তুই, আল্লাহ তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকে; মায়ের অধিক স্নেহে তোরে, সদা তাঁর চোখে চোখে রাখে। ঐ পরশ তোমায় যায় না করা, প্রেম ফাঁদে সর্বদেহে দিলে ধরা, এ আনন্দ যে সবার বাড়া, করুণায় তব আমি আত্মহারা। ঐ	কুরআন (৫৭ঃ৪)
১১। প্রাণ-বন্ধুরে বলেছ তুমি কুরআন পাকে, ডাক আমায় দিব সাড়া তোমার ডাকে; তবে মোদের এ ডাক পৌঁছে নাকি তোমার কানে? প্রাণ-বন্ধুরে, বুঝলাম মোরা ডাক জানিনে। শিশু যখন মাকে ডাকে, জানে না সে অন্য কাকে, সুখে দুঃখে মা মা ডাকে, থাকে সদা মায়ের ধ্যানে; প্রাণ-বন্ধুরে, বুঝলাম মোরা ডাক জানিনে। ডাকতে জানলে দিতে দেখা কইতে কথা মোদের সনে, প্রাণ-বন্ধুরে বুঝলাম মোরা ডাক জানিনে। ডাকার মত ডাকছে যারা, হয়নি কভু তোমা হারা দিয়েছ তুমি তাদেরে ধরা, যারা ডেকেছে আকুল প্রাণে, প্রাণ-বন্ধুরে, বুঝলাম মোরা ডাক জানিনে।	কুরআন (৬ঃ৯১)
১২। কি যে প্রেমের খেলা খেললেন মাওলা, স্বীয় খলিলকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপিয়া; আশেক-মাশুক ছাড়া তা' অন্যে বোঝে না, প্রেমিক না হ'লে মজা পাবি না। ঐ	কুরআন (২১ঃ৬৯)
১৩। প্রেমিক সেরা রাসূলকে মেরাজে ডাকিয়া, কি যে প্রেমের খেলা খেললেন মাওলা, প্রেমালাপ করলেন যে কত রাতে নিরালা, চিরগুপ্ত সে রহস্য অন্যে জানে না। ঐ	কুরআন (৫৩ঃ৮-১০)

(খ) কুরআন শরীফের আয়াতের সারমর্মে মুনাজাত ঃ

সকল দুয়ার হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
সকলের কাছে নিরাশ হইয়া,
তোমার রহমতের দুয়ারে আমরা এসেছি ফিরিয়া।
আমরা যে তোমার দুর্বল বান্দা গুনাহগার,

আমাদেরে শাস্তি দিয়া কি লাভ হইবে তোমার?
যদিও মোদের পাপ শুধু সার,
তবু আশা হে প্রভু, তুমি তো গাফফার;
তোমার দুয়ার ছাড়া কোথা যাব আর,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, মোদের পাপ সবাকার।
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)

কত যে আঘাত লেগেছে গায়,
কত যে পাপের কাঁটা ফুটেছে পায়;
এসে অবেলায় অপরাধী হায়, জীবন সন্ধ্যায়,
আল্লাহরে, তোমার রহমতের দুয়ারে আমরা বসিয়া রয়েছি।

লহ লহ প্রভু জীবনের ভার,
হৃদয় স্বামী-প্রাণ হে আমার।
কি আছে মোদের, কি দিব তোমায়,
দীনতা, হীনতা আর পাপের বোঝা এনেছি।
লহ লহ প্রভু ..... কি দিব তোমায়,
দীনতা, হীনতা আর অশ্রুসিক্ত মরম-বেদনা অর্ঘ্য ভরে এনেছি।
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)

আমি যে তোমার, তুমি যে আমার,
সকলের চেয়ে হও আপনার।
অন্য সবারি প্রেম শুধু ধোঁকাময়,
ঈমানের এই নূর জ্বেলে দাও হৃদয়ে সবার।
স্বার্থপর ভালবাসা দুনিয়ার সবার,
আল্লাহরে, তুমিই শুধু নিঃস্বার্থ প্রেমময়;
তোমার মত কেহ মোদের এত বেশি আপনার নয়।
তোমার মত আপনার, হে আল্লাহ, নাহি কোন জন,
তুমি মোদের জানের জান, পরাণের পরাণ;
তুমি বিনে বৃথাই মোদের এই মানব জীবন।
দাওগো দেখা প্রাণ সখা, শান্ত কর মোদের মন।

প্রাণ প্রিয়া, বিরহে তোমার প্রাণ যে মোদের জ্বলে,
সবাকে ছাড়িয়া একদিন একেলা, তোমার কাছে যাব মোরা চলে
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)

বাড়ীঘর ছাড়ি যারা গেল যে কবরে,
আর তো কখনো তারা এলোনারে ফিরে;
আমরাও একবার শুইলে কবরে,
পারিব না কভু আর ঘরে ফিরিবারে।

তুমি মোদেরে কত যে বাসিছ ভাল, কিছু না জানিতে পাই,
যখনি যা প্রয়োজন তখনই দিতেছ তাই।
নাহি চাও প্রতিদান, নাহি কর কোন আশা;
আল্লাহরে, তুমি মোদেরে নীরবে, নিঃস্বার্থভাবে বাসিছ ভাল
ধন্য তোমার ভালবাসা।
কি আর চাহিব আল্লাহ তোমার চরণতলে,
তুমি যার সে আর কি চাহিবে ভূ-মন্ডলে।
এইমাত্র ভিক্ষা মাগি, হে আল্লাহ, আমরা যখন যেভাবে থাকি,
তুমিই মোদের প্রাণের প্রাণ– তাই সদা যেন মনে রাখি।

দুনিয়ার মজাও বেশ হয়েছে চাইনা কিছু, চাইনা আর;
তোমার চরণে চুমুক দিয়ে হয় যেন মোদের দমকাবার।
ইয়া মাওলা, ইয়া মাওলা, ইয়া মাওলা হে আমার,
তোমার এই মধুর নামটি জপতে জপতে, হয় যেন মোদের দমকাবার।
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)

মহা প্রস্থান– গজল (উদ্বৃতি ঃ মারেফাৎ তত্ত্ব)

ও মন দেশে যাবি কি মতে'- সেই ভাবনা ভাব দিলেতে
গাড়ী ঘোড়া টম্‌টমাটম্, ছাইকেল বাজি জম্‌জমাজম্
কুচ্‌না যাবে সঙ্গেতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
হাশরেরো হাহাকার, কবরের অন্ধকার'
নাই বুঝি তোর মনেতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
কবরে নিয়া শোয়াইবে, মনকির-নকির জিজ্ঞাসিবে,
কি বলিবি মুখেতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে,
আল্লাহ্ ও রসূল (দঃ) ভুলে রইলি, মিছা দুনিয়ার মায়াতে,
ও মন দেশে যাবি কি মতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
মনা পাখি উড়ে যাবে, শুধু খাঁচা পইরে রইবে,
মিশবে খাঁচা মাটিতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
ও মন দেশে যাবি কি মতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।

কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী

আমার মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর **৩১** খানা গ্রন্থের মৌলিক বিষয় হচ্ছে– "আল্লাহ্-প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ্-প্রাপ্তি"। কুরআন ও হাদিস মন্থন করে ব্যক্তিগত জীবনে তা অনুসরণপূর্বক এর জাহেরী ও বাতেনী সত্যতা উপলব্ধির মাধ্যমে তিনি এ পথ আবিষ্কার করেছেন।

নং	গ্রন্থের নাম	নং	গ্রন্থের নাম
০১	মোসলমানী জিন্দেগী (১ম খন্ড)	০২	মোসলমানী জিন্দেগী (২য় খন্ড)
০৩	হাকীকাত খনি	০৪	আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজাপথ
০৫	মারেফাত তত্ত্ব	০৬	বিশ্ব-রহমত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
০৭	ইসলাম ও বিদয়াত	০৮	ইবাদাত ও আমালিয়াত
০৯	মুহাম্মদীয়া তরীকা, অছিয়তনামা ও আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী	১০	মুসলমানী জীবন

১১	ফেরেশতাদের তাসবীহ্ ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১২	মুসলমান না হইয়া মরিওনা
১৩	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তানের খলিফা ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১৪	আশার বাণী
১৫	তকদির ও তদবির	১৬	আশেক ও মাশুকের মিলন (মুহাম্মদীয়া তরীকা)
১৭	পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শন	১৮	আল্লাহ্র দিকে ডাক দিয়ে যাই
১৯	আল্লাহ্ ও তাহার খলিফা	২০	মোমিন হও আবার কর্তৃত্ব কর
২১	আদর্শ কুরআন পাঠ শিক্ষা	২২	হজ্জ দর্পন
২৩	সত্যপরায়ণদের সঙ্গ লাভ কর	২৪	সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার প্রেমের নির্দশন
২৫	যে শুধু আল্লাহ্কে চায়, তাহার অনুসরণ কর	২৬	সংবিধান
২৭	হাইয়াতুন্নবী	২৮	দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন
২৯	আল্লাহকে পাওয়ার সংক্ষিপ্ত আমল	৩০	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তান
		৩১	মুসলমানিত্বের মাপকাঠি